Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সামাজিক মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলাম প্রচার - সুফল ও সীমাবদ্ধতা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা: নারজু

রোলঃ 23100120868

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সামাজিক মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলাম প্রচার - সুফল ও সীমাবদ্ধতা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা: নারজু

রোলঃ 23100120868

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সামাজিক মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলাম প্রচার - সুফল ও সীমাবদ্ধতা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোছা: নারজু, আইডিঃ 23100120868 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

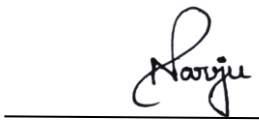
এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সামাজিক মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলাম প্রচার - সুফল ও সীমাবদ্ধতা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।



(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

মোছা: নারজু

আইডিঃ 23100120868

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা: 5

সামাজিক মিডিয়ার ধারনা ,সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ: 7

সামাজিক মিডিয়া (Social Media) কী? 8

সামাজিক মিডিয়ার প্রকারভেদ 8

ডিজিটাল দাওয়াহর ধারণা ও ইসলামী ভিত্তি 9

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ইসলামী দাওয়াহের প্রভাব 10

সোস্যাল মিডিয়ার প্রভাব: তারুণ্যের অবক্ষয় 13

ইসলামের প্রচার-প্রসার ও প্রযুক্তির ব্যবহার: 18

প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের উপায় ও মাধ্যম : 25

ইসলাম প্রচারে মিডিয়ার বির্বর্তন 33

দাওয়াহর নতুন দিগন্ত: সামাজিক মিডিয়ার প্ল্যাটফর্মসমূহ 35

ইসলাম প্রচারে সামাজিক মিডিয়ার সুফল: 37

ইসলাম প্রচারে সামাজিক মিডিয়ার সীমাবদ্ধতা : 38

সামাজিক মিডিয়ায় ইসলাম প্রচারের নীতিমালা ও শিষ্টাচরা: 39

চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা 43

উপসংহার 44

তথ্যসূত্র: 46

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ভূমিকা:

ইসলামে দাওয়াহ বা আল্লাহর পথে আহ্বান একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ কাজ, যার মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষকে সৎ পথে ডাকা এবং ইসলামি জীবনাদর্শ সম্পর্কে অবহিত করা। কুরআনে বলা হয়েছে,

"তোমাদের মধ্যে এমন একদল থাকা উচিত, যারা সৎ কাজের আদেশ দেয়, অসৎ কাজে নিষেধ করে এবং আল্লাহর পথে আহ্বান করে" (সূরা আলে ইমরান, ১০৪)।

ইতিহাসে দেখা যায়, সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈগণ ভ্রমণ, চিঠিপত্র ও মুখোমুখি সাক্ষাৎ-এর মাধ্যমে দাওয়াহ কার্য পরিচালনা করেছেন। বর্তমান সময়ে প্রযুক্তির বিকাশ, বিশেষ করে ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম—যেমন ফেসবুক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম ও টিকটক—বিশ্বব্যাপী যোগাযোগের নতুন দ্বার উন্মোচন করেছে। এই মিডিয়া এখন শুধুমাত্র বিনোদন কিংবা যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং তা ইসলাম প্রচারের এক নতুন ও শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠেছে। এই পটভূমিতে "ডিজিটাল দাওয়াহ" একটি যুগোপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়।

বলা হয়ে থাকে,পৃথিবীতে যত দৃশ্যমান সম্পদ রয়েছে, এর চেয়ে অনেক বেশি সম্পদ অদৃশ্যমান। সময় ও কালের চাহিদা অনুযায়ী এই সম্পদকে আল্লাহ তাআলা দৃশ্যমান করেন এবং মানবকল্যাণে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলেন। এসব দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সম্পদ অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে সেরা নিদর্শন। আল্লাহ তাআলা বলেন, **"নিশ্চয়ই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃজনে ও রাত-দিনের পালাক্রমে আগমন ও প্রস্থানে বহু নিদর্শন আছে ঐ সব বুদ্ধিমানের জন্য, যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে (সর্বাবস্থায়) আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে এবং তা লক্ষ করে বলে ওঠে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি এসব উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি। আপনি অনর্থক কাজ থেকে পবিত্র" (আল ইমরান ১৯০-১৯১)।**

বর্তমানে প্রযুক্তিনির্ভর পৃথিবীর অবস্থা তিন দশক আগেও এমন ছিল না। অথচ কম্পিউটারসহ বিভিন্ন প্রযুক্তি আবিষ্কারের সব মৌল উপদান আমাদের আশপাশেই বিদ্যমান ছিল। সময়, প্রয়োজন ও চাহিদার আলোকে এসব আবিষ্কার দৃশ্যমান হয়েছে। সময় ও যুগের চাহিদায় প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেকট্রিক মিডিয়া বিকশিত হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীতে এসে প্রচলিত তথ্যবিপ্লবের ধারণা সম্পূর্ণ পালটে গেছে। সোশ্যাল

মিডিয়ার মাধ্যমে পৃথিবীর সব প্রান্তের মানুষকে একটি যোগাযোগ প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসার বিস্ময়কর সময় মানুষ অতিক্রম করছে। শক্তিশালী এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কোনো একটি সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে যায়। আমরা এসব মিডিয়ায় অনেককেই ইসলাম প্রচার করতে দেখি। তবে ইসলাম প্রচারের নামে অনেক অনৈসলামিক কাজে এই মিডিয়ার ব্যবহার বেশি। আবার অনেকে বিকৃতভাবে ইসলামের উপস্থাপনে এসব মিডিয়াকে ব্যবহার করছে বলে দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং, এসব মিডিয়ার ব্যবহারে হালাল-হারামের সীমারেখা মেনে চলতে হবে। ইসলাম মূলত উন্মুক্ত প্রচারধর্মী জীবনাদর্শ। সোশ্যাল মিডিয়ার শক্তিশালী এই প্ল্যাটফর্মকে ইসলামের সুমহান আদর্শ প্রচারের শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে একদিক থেকে বিশ্বমানবতা আদর্শবাদী ইসলামের সঠিক চিত্র পাবে, অন্যদিকে ইসলামের নামে চরমপন্থা বা বিকৃত ইসলামের স্বরূপ উন্মোচিত হবে। সোশ্যাল মিডিয়ার সীমানাহীন প্ল্যাটফর্মে চোখের গোনাহসহ নানাবিধ কপটতা থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে ইসলাম প্রচারের গুরুত্ব অনেক বেশি। যেমন—আল্লাহ তাআলা বলেন,

‘তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি তার রসুলকে হেদায়াত এবং ‘দিনে হক’ দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি এই দিনকে অন্য সব দিনের ওপর বিজয়ী করেন, চাই তা মুশরিকদের কাছে যতই অসহনীয় হোক না কেন।’ (সুরা আস সফ :৯)

কুরআনে বর্ণিত এই আয়াত মানুষকে এই বার্তা দিচ্ছে যে, ইসলামকে অন্য ধর্মের ওপর বিজয়ী করার জন্য হালাল পন্থায় সবকিছু ব্যবহার করা জায়েজ। যদিও বিষয়টি কাফেরদের কাছে অপছন্দ হয়, কিন্তু ইসলামকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় দিন প্রচার করার ক্ষেত্রে যাদের বিভিন্ন অপরাধ ও গোনাহে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে; তাদের জন্য জায়েজ নয়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

‘মুমিনদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য অনেক পবিত্রতা রয়েছে। নিশ্চয় তারা যা করে, আল্লাহ তা অবহিত আছেন।’ (সুরা নুর :৩০)

বর্তমানের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসমূহে বিশেষ করে ফেসবুকে দৃষ্টি অবনত রাখা যায় না। এখানে নিজের অজান্তে অনেক সময় ভালোর পরিবর্তে খারাপে জড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। এমতাবস্থায় আমাদের করণীয় কী? এ বিষয়ে রসুল (স.)-এর একটি হাদিসে দৃষ্টি দেওয়া যাক। হজরত জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে

বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবি করিম (স.)-এর কাছে আচমকা নজর পড়ার ব্যাপারে প্রশ্ন করলাম। তিনি আমাকে আদেশ করলেন, যেন আমি আমার দৃষ্টি দ্রুত ফিরিয়ে নিই।' (সহিহ মুসলিম) ইসলামি স্কলারদের অভিমত হলো, সোশ্যাল মিডিয়ায় গোনাহে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকলে তার জন্য দিন প্রচার করা জায়েজ নয়। কারণ হাদিসে হজরত রসুলুল্লাহ (স.) বলেন, 'হে আয়েশা! তুমি সামান্য পরিমাণ গোনাহ থেকেও বেঁচে থাকো, নিশ্চয়ই তা আল্লাহ তায়ালা অনুসন্ধান করবেন।' (ইবনে মাজাহ)
সোশ্যাল মিডিয়ার ভালো দিকগুলো আমাদের আত্মস্থ করতে হবে আর খারাপ দিকগুলো বর্জন করতে হবে। এই মিডিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্তরা চোখের গোনাহ সবচেয়ে বেশি করে থাকেন। নিঃসন্দেহে দুই চোখের ব্যভিচার হলো তাকানো (হারাম দৃষ্টিপাত), দুই কানের ব্যভিচার হলো শোনা (যৌন উদ্দীপক কথা), জিহ্বার ব্যভিচার হলো কথোপকথন করা (অশ্লীল), হাতের ব্যভিচার হলো (অন্যায়ভাবে, অনৈতিকভাবে) শক্ত করে ধরা, পায়ের ব্যভিচার হলো (পাপ কাজের জন্য) হেঁটে যাওয়া, হৃদয়ের ব্যভিচার হচ্ছে কামনা-বাসনা করা। আর লজ্জাস্থান তা সত্যায়িত (পাপ কাজ করায়) করে বা মিথ্যা (পাপ থেকে বিরত রাখে) সাব্যস্ত করে।' (সহিহ মুসলিম) আমার বিশ্বাস, সব খারাপ ও অপসংস্কৃতি পরিত্যাগ করে মুসলিম সমাজ সোশ্যাল মিডিয়াকে সঠিকভাবে ইসলামি দাওয়াহর কাজে ব্যবহার করবে এবং পৃথিবীকে আরো বেশি সুন্দর ও তাওহিদমুখী সমাজ উপহার দেবে।

সামাজিক মিডিয়ার ধারনা ,সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ:

কমিউনিটির মাধ্যমে তথ্য, ছবি, ভিডিও এবং মতামতের আদান-প্রদান, সৃষ্টি ও ভাগাভাগি করার সুযোগ দেয় । এটি ফেসবুক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রামের মতো মাধ্যমের সাহায্যে বিশ্বজুড়ে সংযোগ স্থাপন করে । এর প্রধান প্রকারভেদ হলো সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং, মিডিয়া শেয়ারিং, ব্লগিং এবং ডিসকাশন ফোরাম।

সামাজিক মিডিয়া (Social Media) কী?

ধারণা: সামাজিক মিডিয়া হলো এমন একটি আধুনিক প্রযুক্তি বা ওয়েব-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন, যা ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ব্যবহারকারীদের মধ্যে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত যোগাযোগের সুযোগ তৈরি করে । এটি সাধারণ গণমাধ্যম (যেমন: সংবাদপত্র, টেলিভিশন) থেকে ভিন্ন, কারণ এখানে ব্যবহারকারীরা নিজেরাই বিষয়বস্তু (content) তৈরি ও শেয়ার করেন।

সংজ্ঞা: সহজ কথায়, সোশ্যাল মিডিয়া হলো এমন একটি অনলাইন মাধ্যম বা নেটওয়ার্ক, যার মাধ্যমে ব্যক্তি, সম্প্রদায় বা প্রতিষ্ঠানসমূহ তথ্য, আইডিয়া, ছবি, ভিডিও এবং অন্যান্য কন্টেন্ট তৈরি, শেয়ার এবং আদান-প্রদান করে সামাজিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করে ।

সামাজিক মিডিয়ার প্রকারভেদ

ব্যবহারের ধরন ও বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে সামাজিক মিডিয়াকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়:

সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট (Social Networking Sites): বন্ধুত্ব তৈরি, পরিবার বা পরিচিতদের সাথে যোগাযোগ এবং ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করার জন্য প্রধান মাধ্যম। উদাহরণ: ফেসবুক (Facebook), লিংকডইন (LinkedIn)

মিডিয়া শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম (Media Sharing Platforms): ছবি ও ভিডিও আদান-প্রদানের জন্য জনপ্রিয়। উদাহরণ: ইনস্টাগ্রাম (Instagram), ইউটিউব (YouTube), স্ন্যাপচ্যাট (Snapchat) ।

আলোচনা বা ফোরাম প্ল্যাটফর্ম (Discussion Forums): নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে আলোচনা, প্রশ্ন ও মতামতের আদান-প্রদান করার স্থান। উদাহরণ: রেডিট (Reddit), কোরা (Quora)।

মাইক্রোব্লগিং এবং সোশ্যাল বুকমার্কিং: ছোট আকারের তথ্য, সংবাদ বা আপডেট শেয়ার করা। উদাহরণ: টুইটার (X/Twitter), টাম্বলার (Tumblr)।

ব্লগ এবং পাবলিশিং নেটওয়ার্ক: বিস্তারিত প্রবন্ধ বা ব্লগ পোস্ট লেখার প্ল্যাটফর্ম। উদাহরণ: ওয়ার্ডপ্রেস (WordPress), ব্লগার।

ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং অ্যাপস (Instant Messaging): দ্রুত বা তাৎক্ষণিক টেক্সট, অডিও, ভিডিও বার্তার আদান-প্রদান। উদাহরণ: হোয়াটসঅ্যাপ (WhatsApp), মেসেঞ্জার (Messenger), টেলিগ্রাম।

লাইভ স্ট্রিমিং এবং অডিও অ্যাপস: সরাসরি ভিডিও সম্প্রচার বা অডিও আলোচনার প্ল্যাটফর্ম। উদাহরণ: টুইচ (Twitch), ক্লাবহাউস ।

ডিজিটাল দাওয়াহর ধারণা ও ইসলামী ভিত্তি

আযান ও আহ্বানের মাধ্যমে ধর্মীয় বার্তা প্রচারকে ইসলামে দাওয়াহ(دعوة) বলা হয়। কুরআনে 'দাওয়াহ' শব্দের অর্থ মানবজাতিকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান করা হিসেবে উল্লেখ হয়েছে; ইসলামী প্রসঙ্গে এর অর্থ হল মানুষকে মুক্তভাবে আল্লাহর ইবাদতে আহ্বান করা, অর্থাৎ শুধু আল্লাহরই ইবাদত করা, তাঁর পথে চলা এবং সকল ধরনের মন্দ ও অবিশ্বাস থেকে বিরত থাকা। ইসলামে দাওয়াহকে মহান কর্তব্য হিসেবে দেখানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করো হিকমত ও সদুপদেশের মাধ্যমে"। হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তোমরা আমার পক্ষ হতে একটি আয়াত হলেও পৌঁছে দাও"। এছাড়াও কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, **"বলুন: 'এটা আমার পথ; আমি সুস্পষ্ট বোধের সঙ্গে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও (আহ্বান করে); আর আল্লাহ পবিত্র, আমি কোনোভাবেই মুশরিকদের মধ্যে নই'"**। এই আয়াত ও হাদিসসমূহ থেকে পরিস্ফুট যে, ইসলামী বার্তা বিশ্বের মানুষজনের কাছে পৌঁছে দেওয়া প্রত্যেক মুসলমানের দ্বায়িত্ব।

ডিজিটাল দাওয়াহ বলতে ইন্টারনেট এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে ইসলাম প্রচারকে বোঝায়। যেমন পত্র-পুস্তিকা, প্রচার সভা ও রেডিও–টেলিভিশনের পরবর্তীতে আজকের যুগে ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, টেলিগ্রাম, টিকটক ইত্যাদি জনপ্রিয় মাধ্যম ইসলামী শিক্ষণ-প্রচারের কাজে লাগছে। ইসলামি চিন্তাবিদদের পরামর্শ অনুযায়ী, আমাদের যুগে *প্রতিটি*আধুনিক মাধ্যম ব্যবহার করেই ইসলামী বার্তা প্রচার করা উচিত। কারণ সামাজিক মাধ্যমের মাধ্যমে পৃথিবীর শত কোটি মানুষের দোরগোড়ায় ইসলামের অমূল্য বাণী পৌঁছে দেয়া সম্ভবপর হয়। নতুন প্রযুক্তি ও

সামাজিক নেটওয়ার্ক আল্লাহর এক বিরাট নি'মাত; তাই এই নি'মাতকে ইসলামের দাওয়াহের কাজে অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজ যুগের সকল প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করেছেন, ফলে আমাদেরও অনুসারী হিসেবে সময়ের প্রচার মাধ্যম যথাযথভাবে কাজে লাগানোর দাবি রয়েছে।

উপরিউক্ত নীতির আলোকে ডিজিটাল দাওয়াহের প্রাথমিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে কুরআন–সুন্নাহর নির্দেশনা এবং ইসলামী বিধান। ইসলামে দাওয়াহকে শুধু ব্যক্তিগত দায়িত্ব নয়, বরং সমগ্র উম্মতের কর্তব্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন কুরআনুল কারীমের আরেক আয়াতে বলা হয়েছে,

"আমি জানি যে তোমরা মৃত্যুর সম্মুখীন হবে যেমনটি শুয়ে ঘুমিয়ে পড়া..." (সূরা আ'নকাবূতঃ ৫৭),

যা থেকে বোঝা যায় প্রতিটি যুগের মুসলমানের হৃদয়ে ইসলামী বার্তা প্রচারের প্রচেষ্টা চিরকাল চালিয়ে যেতে হবে। এই শাস্ত্রীয় নির্দেশনাগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে, আধুনিক প্রযুক্তির যুগে বিজ্ঞানের উন্নত যোগাযোগ মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে ইসলামী আদর্শ বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করাই আমাদের কর্তব্য।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ইসলামী দাওয়াহের প্রভাব

সাম্প্রতিক গবেষণায় বলা হয়েছে, সামাজিক মাধ্যমের উত্থান যোগাযোগের ধরনকে বৈপ্লবিক করে তুলেছে এবং ইসলামী শিক্ষণ-বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য *অভূতপূর্ব সম্ভাবনা* তৈরি করেছে। এখন সামাজিক মিডিয়া মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ; ফেসবুক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম, টেলিগ্রাম, টিকটক ইত্যাদির মাধ্যমে মুহূর্তে সচেতনতা ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রাতিষ্ঠানিক সীমারেখা ছাড়িয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩৬% মানুষ বর্তমানে ফেসবুক ব্যবহারকারী। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে দেশজুড়ে আনুমানিক ৬৩.৯৫ মিলিয়ন ফেসবুক ব্যবহারকারী ছিল, যার অধিকাংশ ১৮–২৪ বছর বয়সী তরুণ। ফেসবুকের পাশাপাশি অন্যান্য প্ল্যাটফর্মও ব্যাপক জনপ্রিয়; বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন, পণ্ডিত ও ভিডিও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম ইত্যাদিতে সক্রিয়। এই পরিসরে তরুণ প্রজন্মকে

নানারকম ইসলামিক বিষয় যেমন নামাজ, কোরআনের তাফসীর, নেক কাজের আদর্শ ইত্যাদি নিয়ে দ্রুত আলাপচারিতায় জড়াতে সুবিধে হয়।

সামাজিক মাধ্যমের সাহায্যে ইসলামি বার্তা দ্রুত এবং ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, অনলাইনে সংক্ষিপ্ত ইসলামিক বক্তৃতা বা ভিডিও পোস্ট করলে তা অল্প সময়েই লক্ষাধিক মানুষ দেখতে পারে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, সফল ডিজিটাল দাওয়াহ কৌশল হিসেবে স্বচ্ছতা ও আন্তঃক্রিয়াশীলতা গুরুত্বপূর্ণ। এতে দর্শকের সঙ্গে সরাসরি ও বন্ধুভাবাপন্ন আলাপ-আলোচনা সহজ হয়। এছাড়া পরিপ্রেক্ষিত বিষয় গ্রহণ ও বর্তমান সমস্যা-সমাধান আলোচনাও প্রভাব বাড়ায়। গবেষকরা দেখিয়েছেন যে ভিজ্যুয়াল স্টোরিটেলিং, সংক্ষিপ্ত ভিডিও বিন্যাস এবং নিয়মিত পোস্টিং দাওয়াহ কার্যক্রমকে গতিশীল করে। এগুলো ব্যবহার করলে সাম্প্রতিক ইস্যু বা ঘটনা ভিত্তিক ইসলামিক মূল্যবোধ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

অনলাইন দাওয়াহে অনেক উদ্ভাবনী উদ্যোগও দেখা গেছে। আধুনিক ডিজিটাল যুগে মুসলিম বিশ্বের এক নতুন প্রজন্মের ইসলামি চিন্তাবিদ ও আলেম উঠে এসেছেন, যাঁরা শুধু প্রথাগত ইসলামি জ্ঞানে দক্ষ নন, বরং সমসাময়িক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ ও প্রয়োজনকেও গভীরভাবে অনুধাবন করেন। এই আলেমদের মধ্যে অন্যতম হলেন শাইখ ড. ওমর সুলেইমান, যিনি তার বক্তব্য, গবেষণা ও অনলাইন উপস্থিতির মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে অনুপ্রাণিত করছেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ইয়াকীন ইনস্টিটিউট ফর ইসলামিক রিসার্চ-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি। এ প্রতিষ্ঠানটি মুসলমানদের ঈমান সম্পর্কে যেকোনো সন্দেহ দূর করে গভীর আত্মবিশ্বাস ও চিন্তাশীলতা গড়ে তোলার কাজ করে থাকে। ইউটিউব, ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামের মতো প্ল্যাটফর্মে তাঁর ধারাবাহিক বক্তৃতা, যেমন "Angels in Your Presence" এবং রমজানের প্রতিরাতের তাফসির মানুষের মনে দারুণ প্রভাব ফেলেছে। তাঁর পাশাপাশি এমন আরও অনেক প্রভাবশালী আলেম আছেন, যেমন মুফতি মেনক, ড. ইয়াসির কাদি, নোমান আলী খান এবং উস্তাধা ইয়াসমিন মুগাহেদ, যাঁরা ইসলামি শিক্ষা ও চেতনা ডিজিটাল মাধ্যমে ছড়িয়ে দিচ্ছেন বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের মাঝে।

মুফতি মেনক তার হাস্যরসপূর্ণ অথচ গভীর জীবনমুখী ইসলামি আলোচনার মাধ্যমে তরুণদের আকৃষ্ট করেন, ইয়াসির কাদি ইসলামের ইতিহাস ও বিশ্বাসগত বিষয়গুলো একাডেমিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেন, এবং নোমান আলী খান কুরআনের ভাষাগত ও সাহিত্যিক বিশ্লেষণ করে শ্রোতাদের মনে গভীর উপলব্ধি সৃষ্টি করেন। উস্তাধা

ইয়াসমিন মুগাহেদ একজন বিশেষ আলোচক, যিনি ইসলামি আত্মিকতা, মনস্তত্ত্ব ও ব্যক্তিগত চেতনার মিশ্রণে বিশেষ করে তরুণ ও নারীদের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন। এঁরা সবাই প্রথাগত জ্ঞানের সাথে আধুনিক প্রেক্ষাপটের সেতুবন্ধন ঘটিয়ে ইসলামকে সময়োপযোগী ও জীবনঘনিষ্ঠ করে তুলেছেন। তাঁরা কেবল ধর্মীয় আলোচনা করেন না; বরং ইসলামভীতি, মানসিক স্বাস্থ্য, পরিচয় সংকট, নারী-পুরুষের ভূমিকা ও রাজনৈতিক অবিচারের মতো বিষয়েও খোলামেলা আলোচনা করে থাকেন। ইংরেজি ভাষায় সাবলীল এবং পাশ্চাত্যসহ বৈশ্বিক মুসলমানদের জীবনের বাস্তবতা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকার কারণে তাঁরা এই প্রজন্মের পথপ্রদর্শক হয়ে উঠেছেন। ইউটিউব ভিডিও, শর্টস, সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, অনলাইন লেকচার, পডকাস্ট এবং ওয়েবিনারের মাধ্যমে তাঁরা মসজিদের গণ্ডি পেরিয়ে কোটি মানুষের হৃদয়ে পৌঁছে যাচ্ছেন।

শুধু প্রচার নয়, তাঁরা মানবসেবা, গবেষণা, আন্তঃধর্ম সংলাপ ও কমিউনিটি বিল্ডিং-এর কাজেও জড়িত। উদাহরণস্বরূপ, শাইখ ওমর সুলেইমান যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং ন্যায় ও মানবাধিকারের পক্ষে কণ্ঠ দেন। এইভাবে তাঁরা ইসলামি শিক্ষার বাস্তব রূপ তুলে ধরেন—এমন একটি ইসলাম যা কেবল বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং মানুষের পাশে থাকা, ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও সেবার মাধ্যমে জীবন্ত হয়ে ওঠে। এই আলেমগণ ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য তুলে ধরছেন—যা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে দৃঢ়, আত্মিকভাবে প্রশান্তিদায়ক এবং সামাজিকভাবে প্রাসঙ্গিক। তাঁদের প্রচেষ্টা আজকের প্রজন্মকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ, আত্মবিশ্বাসী ও ঈমানদার মুসলমান হিসেবে গড়ে তুলছে। তাই বলা যায়, তাঁরা আধুনিক যুগে নববী দায়িত্ব পালনের একটি সফল রূপ।

বাংলাদেশের প্রতিবেশনায়ও ডিজিটাল দাওয়াহের উন্নতি লক্ষণীয়। ইসলামী অনলাইন মিডিয়া যেমন ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ইসলামিক টিভি এবং বিভিন্ন ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সামাজিক প্ল্যাটফর্মে সক্রিয়। বিপুল সংখ্যক অনুসারীর মধ্যে স্বতন্ত্র ইসলামিক ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক পেজ পরিচালনা করা হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামিক ছাত্র-শিবিরের নেতা প্রকাশ্যে বলেছেন, "সোশ্যাল মিডিয়া হোক দাওয়াত ও সত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যম"। এসব প্রচেষ্টায় তরুণ সমাজের মধ্যে ধর্মীয় জ্ঞান ও মূল্যবোধ সঞ্চার পাচ্ছে। এক কথায়, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইসলামী

বার্তার প্রচারে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠেছে এবং পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে বার্তাপ্রাপ্তির পরিধি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সঠিক কৌশলে এই ধরনের প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করলে সমাজের বিভিন্ন স্তরে ইসলামিক মূল্যবোধ প্রচারে সফল হওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে, সামাজিক মাধ্যম ২৪ ঘণ্টা সক্রিয় থাকার কারণে যেকোন সময় যেকোন প্রান্ত থেকে মানুষ সহজেই ইসলামের শিক্ষার সংস্পর্শে আসতে পারে। এর ফলে ধর্মবিষয়ক জ্ঞানের প্রসার ঘটছে এবং পর্দায় আবৃত্তি, সেমিনার, ওয়েবিনার ইত্যাদির মাধ্যমে দেশ-বিদেশে বিভিন্ন দর্শক দলে ইসলামি বার্তা পৌঁছে যাচ্ছে।

সোস্যাল মিডিয়ার প্রভাব: তারুণ্যের অবক্ষয়

সোস্যাল মিডিয়া বলতে আমরা সাধারণত সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমকে বুঝি। আমরা যাকে ফেসবুক নামে চিনি এটি একটি সোস্যাল মিডিয়া। এ রকম আরো অনেক রয়েছে যেমন টুইটার, মাইস্পেস, ইমু, হোয়াইটস আপ, ভাইবার, গুগল প্লাস, ইন্সটাগ্রাম, ইউটিউব ইত্যাদি। সোস্যাল মিডিয়াকে সংজ্ঞায় রূপান্তরিত করলে যা দাঁড়ায় তা হলো, আমরা যার মাধ্যমে আমাদের নিত্যদিনের খবর সামান্য সময়ের মাধ্যমে এক স্থান থেকে হাজারো মানুষের কাছে লিখিত বা ভিডিওর মাধ্যমে একই সময়ে পাঠাতে পারি তার নাম সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম।

সামাজিক যোগাযোগের এই মাধ্যম আমাদের জীবনকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। এর মাধ্যমেই আমাদের অনেক চাহিদাই খুব সহজে পূর্ণতার মুখ দেখে। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমের যদিও আমরা লাভবান হচ্ছি কিন্তু এর ক্ষতিকর প্রভাব বহুমাত্রিকতায় বিস্তৃত। আমাদের যুবসমাজের মাঝে এর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে নানানভাবে। পৃথিবীতে ফেসবুক ব্যবহারকারী ১ বিলিয়ন মানুষের মধ্যে অধিকাংশই যুবক এতে কোন সন্দেহ নেই। যদিও আগামী প্রজন্মের জন্য এটি একটি ভালো দিক। কিন্তু যখন এই ফেসবুক নামক বস্তুটি কিংবা অন্য যাই হোক না কেন আমাদের যুবকরা তাদের পড়ার টেবিলে নিয়ে এসে ব্যবহার করে তখন সেটিকে কিভাবে সম্ভাবনার দোহাই দেবো। আমরা দেখি তরুণরা সোস্যাল মিডিয়ার সামনে যে সময় ব্যয় করে অপর দিকে পড়ার টেবিলে এর তুলনায় খুবই কম সময় দিচ্ছে। একটি জরিপে দেখা

গেছে, ১০০ জন তরুণদের মধ্যে ১ ঘণ্টা থেকে একটু বেশি সময় ধরে ৩২ জন, ২-৩ ঘণ্টায় ৪৩ জন, ৪-৫ ঘণ্টায় ১৮ জন, ৬-৭ ঘণ্টায় ৪ জন এবং ৮ ঘণ্টা থেকে তার বেশি সময় ধরে সোস্যাল মিডিয়ায় নিমজ্জিত থাকে ৩ জন। সরকারি হিসাবে দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় সাত কোটি। গত মার্চ মাসে টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত মার্চ মাস শেষে দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল ছয় কোটি ৬৭ লাখ। অর্থাৎ দেশের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠীর হাতে এখন ইন্টারনেট। আর এই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রসার কতটা দ্রুতগতিতে হচ্ছে তা অন্য একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, প্রতি ১২ সেকেন্ডে একটি করে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খোলা হচ্ছে বাংলাদেশে, যা দেশের জন্মহারের চেয়েও বেশি। আর এদের অধিকাংশই তরুণ। ডিচ দ্য লেবেল নামে অ্যান্টি-বুলিং বা উৎপীড়নবিরোধী একটি দাতব্য সংস্থার গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা গেছে, বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম তরুণদের ভীত ও উদ্বিগ্ন করে তুলছে। এই সংস্থাটি ১০ হাজার তরুণ-তরুণীর ওপর জরিপ চালিয়ে এ প্রতিবেদন তৈরি করে। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের সবার বয়সই ১২-২০ বছরের মধ্যে। এই জরিপে অংশ নেয়াদের প্রতি তিনজনের একজন জানিয়েছে, সাইবার-বুলিং বা অনলাইন উৎপীড়ন বিষয়ে তারা সব সময় আতঙ্কে থাকে। জরিপে অংশ নেয়া প্রায় অর্ধেকই জানিয়েছে, সোস্যাল মিডিয়ার কারণে তাদের নেতিবাচক অভিজ্ঞতা হয়েছে। অনলাইনে তাদের সাথে ঘটে যাওয়া বিষয়গুলো নিয়ে তারা আলোচনা করতে চায় না। অনলাইনে বিরূপ আচরণের শিকার হওয়া অনেকেই তাদের তিক্ত অভিজ্ঞতার কিছু খন্ডিত অংশ প্রকাশ করেছেন। জরিপে তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ইনস্টাগ্রামকে অত্যন্ত নেতিবাচক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। প্রতিবেদনের তথ্য মতে, বৈশ্বিকভাবে অনলাইন নিপীড়ন ব্যাপক পরিসরে ছড়িয়ে পড়েছে। জরিপে অংশ নেয়া ৭০ শতাংশ স্বীকার করেছে, তারা অনলাইনে অন্যের সাথে নিপীড়নমূলক আচরণ করে এবং ১৭ শতাংশ দাবি করে, তারা অনলাইনে অন্যের দ্বারা নির্যাতনের শিকার হয়েছে। অক্সফোর্ড ইন্টারনেট ইনস্টিটিউট (ওআইআই) একই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে দেখা যায়, ১৫ বছরের তরুণদের ওপর জরিপ পরিচালনা করে। জরিপে ৩০ শতাংশ নিয়মিত অনলাইন উৎপীড়নের শিকার। উন্নয়নশীল এবং উন্নত দেশগুলোর বেশির ভাগ বাসিন্দা বলছেন, শিক্ষার প্রসারে ইন্টারনেটের ভূমিকা ব্যাপক। ৩২টি দেশে জরিপ চালিয়ে এই তথ্য পাওয়া

গেছে। 'পিউ গ্লোবাল অ্যাটিটিউড সার্ভে' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের জরিপে এই তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিষ্ঠানটির জরিপে দেখা গেছে, ইন্টারনেট ব্যক্তিগত সম্পর্ক উন্নয়নে অবদান রাখে। অন্যদিকে অর্থনীতিতেও ইন্টারনেটের ভূমিকা রয়েছে। গবেষণায় উঠে এসেছে, উন্নয়নশীল এবং উন্নত দেশগুলোর মানুষের দৈনন্দিন কাজে কিভাবে ইন্টারনেট সহায়ক হয়েছে। এসব দেশের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, সামাজিক যোগাযোগের প্রসারে এখন তারা তথ্যপ্রযুক্তির জ্ঞান কাজে লাগাচ্ছে। গবেষণায় দেখা গেছে, কিভাবে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী এটি ব্যবহার করে সামাজিক কাজে যুক্ত হচ্ছেন। এসব ব্যবহারকারীদের মধ্যে শতকরা ৩৬ ভাগ বলেছেন ইন্টারনেট ভালো কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। অন্যদিকে শতকরা ৩০ ভাগ ব্যবহারকারী বলেছেন ইন্টারনেট খারাপ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেখানে শতকরা ৪২ ভাগ ব্যবহারকারী বলেছেন, ইন্টারনেট মানুষের নৈতিকতার বিকাশে নেতিবাচক ভূমিকা রাখে। জরিপ চালানো ৩২টি দেশের শতকরা ৪৪ ভাগ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে। উন্নত দেশগুলোর তালিকায় আছে চিলি, রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র। যেখানে চিলি ও রাশিয়ায় ১০ জনের ৭ জন ইন্টারনেট ব্যবহার করে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা শতকরা ৮৭ ভাগ। জরিপ চালানো উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় পাকিস্তান এবং বাংলাদেশও রয়েছে। সোস্যাল মিডিয়ার সবচেয়ে মারাত্মক যে দিক তা হলো ভিডিও সাইটগুলো। এটাকে যদিও আমরা পুরোপুরি সোস্যাল যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে নাও বলি তবু সামাজিক মাধ্যমই হয়ে উঠেছে আমাদের জন্য আজকাল। এই ভিডিও সাইটগুলোতে আমাদের জন্য খারাপ সে খবর অপেক্ষা করছে তা হলো এই সাইটে নৈতিক অবক্ষয়জনিত ভিডিওগুলোর প্রবেশকারী অন্যগুলোর থেকে প্রায় ৪০ ভাগ বেশি। আর তার ৮০ ভাগ এর বয়সই ১৬-২৩। সোস্যাল মিডিয়ায় কতিপয় ক্ষতিকর দিকসমূহ ১. সোস্যাল সাইট মানেই হলো অসংখ্য অ্যাপসের ছড়াছড়ি। আর এই অ্যাপসগুলোর বেশির ভাগই অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকর। এক গবেষণায় দেখা গেছে, সোস্যাল সাইট ব্যবহারকারীদের বিশাল একটা সংখ্যা তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করেন, শুধুমাত্র অ্যাপস চেক করতে গিয়ে এদের মধ্যে অধিকাংশ তার পিসির কার্যক্ষমতা সম্পূর্ণ নষ্ট করে ফেলেন অ্যাপস এর দ্বারা এবং আরেক অংশের আইডি হ্যাক হয়ে যায় শুধুমাত্র অতিরিক্ত নানান রকমের অ্যাপস ব্যবহারে। ২. যারা অনেক বেশি সোস্যাল সাইটগুলোতে সময় দেন, ব্যক্তিগত জীবনে তাদের সাথে পরিবারের বেশ দূরত্ব সৃষ্টি হয়! দেখা যায়, তারা দিন শেষে বাড়ি ফিরে অথবা সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতেও পরিবারকে সময় না দিয়ে সময় দেয় সোস্যাল

মিডিয়াগুলোতে যার ফলে মানুষিক থেকে শুরু করে বাহ্যিক পর্যন্ত সব দিক থেকে দূরত্ব সৃষ্টি হয় পরিবার এর সাথে। ৩. বিখ্যাত নিউজ চ্যানেল সিএনএনের সোস্যাল রিপোর্ট অনুযায়ী, বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বেশি ভিত্তিহীন খবর প্রচার করা হয় সোস্যাল সাইটগুলোতে, যা মিডিয়া সম্পর্কে সমাজে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করছে। এতে জনসাধারণের মাঝে বিভ্রান্তিরও সৃষ্টি হচ্ছে। ৩. দেখা গেছে, টুইটার, ফেসবুক, লিঙ্কডইন, মাইস্পেস, হাইফাইভ, বাদু, নিং ইত্যাদিসহ, বাংলাদেশীদের উপস্থিতি রয়েছে এমন সাইটগুলোও অনর্থক আর আজেবাজে প্রচুর মন্তব্যে ভরা। এসব সাইট প্রচুর পরিমাণে অপব্যবহার হচ্ছে। অনেক ব্লগের লেখা খুব বেশি সম্পাদনা করা হয় না। সেসব ব্লগে যার যা খুশি তা-ই লিখে দিচ্ছেন। ৪. সোস্যাল মিডিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে ধর্মীয় বিষয়ে মিথ্যা খবর ছড়িয়ে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষদের মধ্যে অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা চালানো হয়। অনেক সময় সফলতাও হচ্ছে তারা। গুজব তৈরির জন্য তারা এসকল সাইট সর্বোচ্চ ব্যবহার করছেন। ৫. সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সোস্যাল সাইটগুলোতে প্রশ্নফাঁসের উৎসব চলছে! সব ধরনের পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস হয়ে যাচ্ছে এই মাধ্যমগুলোতে, ফলে বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে শিক্ষাক্ষেত্রসহ সব রকমের প্রশাসনিক কার্যক্রম। ৬. সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার ফলাফল ও পরবর্তীতেও নিজেদের ক্যারিয়ারের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। ৭. অতিরিক্ত সোস্যাল সাইটের প্রতি আসক্তি এবং এর অপব্যবহার শুধুমাত্র পরিবার ও ব্যক্তিগত পর্যায়ের জন্যই যে ক্ষতিকর তা না, এটা সমস্যা তৈরি করতে পারে আপনার কর্মক্ষেত্রেও! এসব নৈতিক অধঃপতনের কারণে দেখা যাচ্ছে- আস্থা, ভালোবাসা ও বিশ্বাস এখন আর আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপরতার সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না। ফলে এমন সব ঘটনা ঘটছে, যা শুনে বা খবরের কাগজে পড়ে শিউরে উঠতে হচ্ছে। সন্তানের হাতে মা-বাবা খুন, মা-বাবার হাতে সন্তান খুন, তিন-চার সন্তান রেখে মায়ের পরকীয়া, প্রেমিকের হাত ধরে পলায়ন, ধনাঢ্য ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার সন্তান কর্তৃক ব্যস্ততার কথা বলে বাবার লাশ আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামে হস্তান্তর, বৃদ্ধ বাবা-মাকে বৃদ্ধাশ্রমে ছুড়ে ফেলে আসার মতো ঘটনা ঘটছে অহরহ। মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন, তথ্যপ্রযুক্তিকে অবলম্বন করে অনৈতিক ও অবৈধ প্রেমে আবদ্ধ হয়ে তরুণরা নিষ্ঠুর, নির্মম হয়ে উঠছে। এসব বিষয়গুলো কখনো কখনো তাদেরকে আত্মধ্বংসী করে তুলছে। অবক্ষয়ের আরেকটি বড় কারণ হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তির অপব্যবহার। প্রযুক্তির

উন্নতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হচ্ছে সমাজ ও রাষ্ট্রকে। ইন্টারনেট প্রযুক্তিনির্ভর মাধ্যমের ব্যবহার যেমন মানুষের কাছে পৃথিবীটাকে হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে, ঠিক তেমনি মানুষের মধ্যে অবাধ যৌনাচারকেও উসকে দিচ্ছে। আজকে পর্নোগ্রাফি যেভাবে বানের পানির মতো গ্রাস করছে, তাতে শিশু-কিশোররা ব্যাপক হারে যৌন অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। স্কুলগামী টিনঅ্যাজারদের মোবাইলে পর্নোগ্রাফি ছবি অভিভাবকদের অসহায় ও শঙ্কিত করে তুলেছে। যার ফলশ্রুতিতে ধর্ষণের সংস্কৃতিতে নাকাল হচ্ছে দেশ-সমাজ-পরিবার। আমাদের করণীয়

১. আমাদের যুবকদের মাঝে ধর্মীয় চেতনা জাগিয়ে তোলা আবশ্যক। সেটা যে ধর্মেরই হোক না কেন। কারণ কোন ধর্মই আমাদের নৈতিক অবক্ষয় শিখায় না।

২. আমাদের যুবকদের জন্য সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু হতে হবে তাদের পরিবার। যাতে সে কোনো ভালোবাসার অভাবে নতুন ভালোবাসা না খুঁজে।

৩. বাবা-মাকে আমাদের ছেলেমেয়েদের জানাতে হবে তার দৌরাত্ম্য কত। মানে তার সামাজিক অবস্থান থেকে সে কী করতে পারে আর কী পারে না।

৪. শুধু ভালোবাসা নয় প্রয়োজনে শাসন ও তাদের থেকে কাম্য। কারণ যিনি ভালোবাসেন শাসন সেই করতে পারেন।

৫. বাবা-মাকে খোঁজ রাখতে হবে কে বা কারা আমার ছেলে বা মেয়ের বন্ধু হচ্ছে।

৬. ইন্টারনেট ব্যবহারে আমরা কী করতে পারি না সে শিক্ষা আমাদের পরিবার থেকেই পাওয়া উচিত।

৭. ফেসবুক থেকে সকল মাধ্যমগুলোতে বাবা এবং মায়েদের ফ্রেন্ড রাখা উচিত, এবং সকলের প্রোফাইল পাবলিক থাকা উচিত।

৮. ছেলেমেয়েদের মোবাইল ও কম্পিউটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাবা-মায়েদের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

৯. ছেলে বা মেয়ে কোন ভুল করে ফেললেও তাকে কাছে নিয়ে আপন করে আবার নিজেকে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করতে হবে।

উপরোক্ত দিকগুলো থেকে আরো ভালো অনেক দিক আমাদের জানার বাইরে আছে যা আমাদেরকে খুঁজে নিয়ে আমাদের সন্তানদের মানুষ করে সকল নৈতিক অবক্ষয় থেকে বাঁচাতে হবে। আমাদের খারাপ দিকগুলোকে আমরা চিহ্নিত করে যদি আমাদের তরুণদের সামনে তুলে ধরতে পারি তাহলে এটা আমাদের জন্য অভিশাপ নয় আশীর্বাদও হবে। সরকারের পক্ষ থেকেও মিডিয়াকে কল্যাণমুখী করতে ভূমিকা রাখতে

হবে। ড্রাগ, ফ্রি-সেক্স প্রতিরোধেও সরকারকে ভূমিকা পালন করতে হবে। অপরাধীর কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে । সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমাদের আগামী প্রজন্মকে রক্ষা করতে উদ্যোগ নিতে হবে। দল-মতের ঊর্ধ্বে ওঠে দেশপ্রেম, ধর্মীয় মূল্যবোধ, নৈতিকতা এবং আমাদের ঐতিহ্যবাহী বিশ্বাসের সাজে সজ্জিত হয়ে পথ চলতে হবে। সব ধর্মের লোকদেরকে যার যার ধর্মীয় বিশ্বাসের শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে কাজ করতে হবে। কারণ প্রত্যেক ধর্মই নৈতিকতা, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, মানবতাবোধ, ন্যায়বিচার, মানুষের প্রতি ভালোবাসা, পরের সম্পদে লোভ না করা, অন্যায়কে ঘৃণা করার শিক্ষা দেয়। আমাদের সমাজের এই নৈতিক অবক্ষয়ও কিন্তু আমাদের এই হাতে পাওয়া মাধ্যমগুলো থেকেই হয়েছে। যা আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি। এই অবক্ষয় এখনই ঠেকাতে না পারলে আমরা আর আমাদের যুবসমাজ পুরোটাই অন্ধকারের অতল গহ্বরে হারিয়ে যাওয়া থেকে কেহ ঠেকাতে পারবে না!

ইসলামের প্রচার-প্রসার ও প্রযুক্তির ব্যবহার:

১. প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

নিশ্চয়ই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সৃজনে ও রাত-দিনের পালাক্রমে আগমন ও প্রস্থানে বহু নিদর্শন আছে ঐসব বুদ্ধিমানের জন্য যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে (সর্বাবস্থায়) আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে (এবং তা লক্ষ্য করে বলে ওঠে) হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি এসব উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি। আপনি অনর্থক কাজ থেকে পবিত্র (আলে ইমরান ৩/১৯০-১৯১)।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন আসমান-যমীন, আগুন-পানি, মাটি, বাতাস ইত্যাদি ছাড়াও লাখ লাখ মাখলূক। দুনিয়াতে যা কিছু আমরা মানুষের আবিষ্কার বলে মনে করি সেগুলিও মূলতঃ আল্লাহ তা'আলারই সৃষ্টি। কারণ তিনিই একমাত্র স্রষ্টা। তিনি ছাড়া আর কোন সৃষ্টিকর্তা নেই। তিনিই কালের স্রষ্টা, কালের সব নবাবিষ্কারও তাঁরই সৃষ্টির সহায়তায় সৃষ্ট। আল্লাহ বলেন,

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا ‘

তিনি সেই সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছু' (বাক্বারাহ ২/২৯)। সুতরাং বর্তমান বিশ্বে যত সব আবিষ্কার ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সবই মহান আল্লাহর সৃষ্টিকে কেন্দ্র করেই সৃষ্ট।

উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন যে, মানুষ জগতের যা কিছু দ্বারা উপকার লাভ করে তা সবই আল্লাহ তা'আলার দান। এর প্রত্যেকটি জিনিস আল্লাহ তা'আলার তাওহীদের নিদর্শন। এতদসত্ত্বেও তার সঙ্গে কুফরী কর্মপন্থা অবলম্বন করা কত বড়ই না অকৃতজ্ঞতা!

এখন প্রযুক্তির যুগ। প্রযুক্তির কল্যাণে গোটা বিশ্বই এখন একটি গ্রামে পরিণত হয়েছে। মুহূর্তের মাঝে এক দেশের খবর চলে আসে অন্য দেশে। হাযার হাযার মাইল দূরে অবস্থানরত মানুষের সাথে কথা বলা যায় অনায়াসে। পৃথিবীর এই তাবৎ আবিষ্কার, প্রযুক্তির এই সব উন্নয়ন সবই ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য মহান আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ নে'মত। যার শুকরিয়া আদায় করা প্রতিটি বান্দার জন্য আবশ্যক। কেননা আল্লাহ বলেন,

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ‘

যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে বেশী বেশী করে দেয়। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তাহ'লে (মনে রেখ) নিশ্চয়ই আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর' (ইবরাহীম ১৪/৭)।

শুকরিয়ার সর্বনিম্ন স্তর হ'ল, আল্লাহর নে'মতকে সঠিক স্থানে ও সঠিকভাবে ব্যবহার করা এবং আল্লাহর নাফরমানিতে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা।

এমন কোন প্রযুক্তি পণ্য বা প্রযুক্তিগত উন্নয়ন নেই, যেটা ইসলামের খেদমতে ব্যবহারযোগ্য নয়। তবে স্মর্তব্য যে, প্রতিটি জিনিসকে ভালো কাজেও ব্যবহার করা যায়, আবার মন্দ কাজেও ব্যবহার করা যায়। দোষ কিন্তু জিনিসের বা প্রযুক্তির নয়। বরং এখানে ব্যবহারকারী মূলতঃ দায়ী। যেমন টেলিভিশনের মাধ্যমে মন্দ ছবিও দেখ যায়, আবার সারাদিন ইসলামিক অনুষ্ঠানও দেখা যায়। লক্ষণীয় যে, প্রযুক্তিকে আমরা কোন কাজে ব্যবহার করছি সেটাই বিবেচ্য বিষয়। আমরা যদি প্রযুক্তিকে ইসলাম প্রচারের কাজে লাগাই তাহ'লে সব ধরনের প্রযুক্তিই কল্যাণের মাধ্যম হবে। আর যদি এই কথা বলে পিছিয়ে থাকি যে, এগুলো ব্যবহার করা হারাম। তাহ'লে এগুলোর সুফল থেকে জাতি বঞ্চিত হবে। সব নবী-রাসূলই তাদের যামানায় তৎকালীন প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়েছেন এবং নিজস্ব ধর্মের প্রচার-প্রসার করেছেন। তাঁরা প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার

করেছেন। আমরাও যদি প্রযুক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করি তাহ'লে তা হবে ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য কল্যাণকর।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি :

ইসলামের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজ্ঞান বিদ্যমান। যেমন আল্লাহ বলেন,

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ-

'তিনিই সেই সত্ত্বা যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে। অতঃপর শুক্রবিন্দু হতে, অতঃপর জমাট রক্ত হতে, অতঃপর তোমাদেরকে বের করে দেন শিশুরূপে। অতঃপর তোমরা পৌঁছে যাও যৌবনে। অতঃপর বার্ধক্যে। তোমাদের কারু কারু এর পূর্বেই মৃত্যু ঘটে এবং কেউ কেউ নির্ধারিত আয়ুষ্কাল পর্যন্ত পৌঁছে যাও। যাতে তোমরা অনুধাবন কর।' (গাফির/মুমিন ৪০/৬৭)।

এই আয়াতটির মধ্যে যে বিপুল পরিমাণের বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং চিন্তার খোরাক আছে তা যদি বাদও দেই, শুধু আয়াতের সমাপ্তিটি 'যাতে তোমরা অনুধাবন কর' এটুকু লক্ষ্য করি, তাহ'লে দেখতে পাব যে, কিভাবে মানুষ মাত্র একফোঁটা তরল পানি থেকে পূর্ণাঙ্গ শিশু হয়ে বের হয়ে একসময় বড় হয়ে শক্ত-সমর্থ মানুষে পরিণত হয়, তারপর একদিন বৃদ্ধ হয়ে মারা যায়। ঠিক একইভাবে বিচার-বুদ্ধি ব্যবহার করাটাও মানুষ হবার একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ।

এই আয়াতের মমার্থ উপলব্ধি করে, যুগে যুগে মুসলিম বিজ্ঞানীগণ জ্ঞানের চর্চা করেন এবং সেই মধ্যযুগে জ্ঞানের আলো সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তৎকালীন সময়ে ইউরোপ ছিল অজপাড়াগাঁ। আর মুসলিম স্পেন ছিল প্রযুক্তির

ব্যবহারে শীর্ষে। মুসলিম বিজ্ঞানীগণ ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উদ্ভাবক। যেমন রসায়ন, চিকিৎসা, ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতির উদ্ভাবক ছিলেন মুসলিম বিজ্ঞানীগণই। রসায়ন বিজ্ঞানের জনক জাবির বিন হাইয়ান, চিকিৎসা বিজ্ঞানে আল-রাযী ও ইবনে সীনা, ফলিত পদার্থ বিজ্ঞানে আল-ফারগানী, সমাজবিজ্ঞানে ইবনে খালদূন প্রমুখের নাম জগদ্বিখ্যাত হয়ে আছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়নের ক্ষেত্রে আকল বা বিচার-বুদ্ধি ও ফিকর বা চিন্তা-চেতনার গুরুত্ব অত্যধিক। এ সম্পর্কে আল-কুরআনের নির্দেশনা এসেছে যে,

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَإِنَّ كَثِيْرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُوْنَ- '

তারা কি তাদের অন্তরে ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন সত্য সহকারে এবং নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য? কিন্তু অনেক মানুষ তাদের পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতে অবিশ্বাসী' (রূম ৩০/৮)।

মানুষ যদি আল্লাহর সৃষ্টির এই নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তা করে তাহ'লে বুঝতে পারবে যে, গোটা বিশ্ব সৃষ্টি এমনিতেই হয়নি। এর পিছনে এক বিরাট উদ্দেশ্য আছে এবং সবকিছুই একটি চরম পরিণতির দিকে যাচ্ছে। একসময় তাকে আল্লাহর সামনে হাযির হয়ে জবাব দিতেই হবে। যা মানুষকে আল্লাহমুখী করে। এজন্যই আল্লাহ কুরআনে ৪৯ বার 'আকল' ও ১৮ বার 'ফিকর' উল্লেখ করেছেন।

এছাড়াও আল্লাহ তাঁর নিদর্শনসমূহ দেখতে সারাবিশ্ব পরিভ্রমণের নির্দেশ দিয়ে বলেন,

قُلْ سِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ- '

বল, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর। অতঃপর দেখ কিভাবে তিনি সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন। অতঃপর আল্লাহ পরবর্তী সৃষ্টি করবেন' (আনকাবূত ২৯/২০)।

বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম প্রধান উপায় হ'ল পড়া। ইসলামের প্রথম নির্দেশ হ'ল 'পড়'। এমনকি সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াতেই মানবসৃষ্টির উপাদান 'আলাক্ব'-এর মাঝেই বিজ্ঞানের অনেক মর্ম লুকিয়ে আছে। ইসলাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারকে কখনই নিরুৎসাহিত করে না। বরং এর সঠিক ও সুন্দর ব্যবহারকে উৎসাহিত করে। মদীনায় নবী করীম (ছাঃ)-এর জীবনে এরকম অনেক প্রযুক্তিগত ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আহযাব বা খন্দকের যুদ্ধে যে পারসিক কৌশল ব্যবহার করা হয় তা ছিল আরবদের কাছে অপ্রচলিত প্রযুক্তি। এমনিভাবে অন্য যুদ্ধগুলোতেও সামরিক দিক দিয়ে অনেক উন্নত রণকৌশলের প্রয়োগ দেখা যায়। ইসলামী সমাজের বিভিন্ন নীতিমালা যে কতটা বিজ্ঞানসম্মত তা আজ সুপ্রমাণিত। মহানবী (ছাঃ)-এর প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মূলনীতি ছিল সর্বাধুনিক ও সর্বকালীন।

তবে প্রতিটি জিনিসেরই ভালো-খারাপ দিক রয়েছে। মানুষ চাইলে তাকে যে কোন পথে ব্যবহার করতে পারে। প্রযুক্তিও তার ব্যতিক্রম নয়। এটিকে যেমন ইসলামের খেদমতে ব্যবহার করা সম্ভব। তেমনি খারাপ পথেও তা ব্যবহার করা যায়। লক্ষণীয় যে, আমরা প্রযুক্তিকে কোন কাজে ব্যবহার করছি সেটাই বিবেচ্য বিষয়। আমরা যদি প্রযুক্তিকে ইসলাম প্রচারের কাজে লাগাই তাহ'লে সব ধরনের প্রযুক্তিই কল্যাণের মাধ্যম হবে।

প্রযুক্তির অপব্যবহার :

মানবতার কল্যাণে বিজ্ঞানের অবদান অনস্বীকার্য। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা নিঃসন্দেহে মানুষের জীবনযাপনকে সহজ ও সাবলীল করেছে। ইসলামের সাথে বিজ্ঞানের কোন বিরোধ নেই। তবে বিজ্ঞান পরিবর্তনশীল, ইসলাম চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয়। কিন্তু বর্তমানে প্রযুক্তির অপব্যবহারের কারণে সঠিক ব্যবহার ও এর সুফল আড়ালে পড়ে যাচ্ছে। প্রযুক্তির অপব্যবহারে অনেকের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ছে। এর কবল থেকে পরিত্রাণের আশাও অকল্পনীয় বৈ কি। প্রযুক্তির এই নে'মতগুলো আজ আযাবে পরিণত হচ্ছে। এ বিষয়ে নিম্নে আলোকপাত করা হল।–

মোবাইল :

প্রযুক্তির অন্যতম উপাদান হ'ল মোবাইল যা মানুষের মাঝে যোগাযোগের ক্ষেত্রে দূরত্বকে জয় করেছে। কিন্তু মোবাইলের মাধ্যমে এখন কথা বলার চেয়ে অপসংস্কৃতির প্রচার, নগ্নতাকে উসকে দেয়া, ব্লাকমেইলিং, অশ্লীল কার্যকলাপ যেন নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে যে স্মার্ট ফোন ব্যক্তিকে স্মার্ট করতে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারত, তা আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার অন্যতম উপকরণ।

মোবাইল সিম কোম্পানীগুলোর লোভনীয় অফার ও এসবের অপব্যবহার তরুণ সমাজকে ভয়াবহ বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তারা ভুলেই যাচ্ছে পরকালে এসব কথা ও কাজের হিসাব হবে এবং এসবের রেকর্ড থাকবে। আল্লাহ বলেন,' مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ– মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে' (ক্বাফ ৫০/১৮)।

ফেইসবুক :

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো সামাজিক যোগাযোগের চেয়ে নারী-পুরুষের অবৈধ যোগাযোগ, নারী-পুরুষের অর্ধনগ্ন ছবি বা ভিডিও প্রকাশের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। যা আমাদের সামাজিক অবক্ষয়কে ত্বরান্বিত করছে। অথচ অশ্লীলতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ

বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ– 'যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, নিশ্চয়ই তাদের জন্য ইহকালে ও পরকালে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি' (নূর ২৪/১৯)।

ইন্টারনেট প্রযুক্তি :

এটা বিশ্বকে একই নেটওয়ার্কের মধ্যে এনেছে। এটাও অপব্যবহারের শিকার। ফলে এই প্রযুক্তির কুফলও অধিক। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে কিশোররাও সহজেই পর্ণোগ্রাফীতে নিমজ্জিত হচ্ছে। এর খারাপ প্রভাব পড়ছে কিশোরদের মন-মগজে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন অশ্লীল অডিও, ভিডিও প্রচারের ফলে অশ্লীলতার ব্যাপক ছড়াছড়ি হচ্ছে। ফলে নারীর শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ, ইভটিজিং, এসিড সন্ত্রাস, হত্যা-গুম ইত্যাদি বৃদ্ধি পেয়েছে।

তাই প্রযুক্তির অবদানকে খুব কম মানুষই সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারছে। আগে এসব ঈমান বিধ্বংসী বিষয়গুলো বিরল ছিল। কিন্তু ইন্টারনেটের কল্যাণে তা হাতের মুঠোয় এসেছে। কিছুদিন আগের এক জরিপে জানা যায়, বিপুল সংখ্যক স্কুল শিক্ষার্থীরা পর্ণোগ্রাফীর সাথে জড়িত। এছাড়া স্মার্ট ফোনের ওয়াইফাই শেয়ারিং (shareit, anyshare etc.) ও ব্লুটুথের (Bluetooth) মাধ্যমে এক মোবাইল থেকে অন্য মোবাইলে সহজেই তা ছড়িয়ে যাচ্ছে। পরিবারের প্রধানদের যথাযথ মনিটরিং-এর অভাবে এগুলো আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে।

রেডিও :

পরিবারের বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে বহু বছর থেকে রেডিও ও টেলিভিশন স্থান দখল করে রেখেছে। মাঝে রেডিওর অবস্থান নড়বড়ে হয়ে গেলেও এফ.এম রেডিও-এর মাধ্যমে এটির গতি ত্বরান্বিত হয়েছে। বর্তমানে এই মাধ্যমে ইসলামিক কোন কিছুই প্রচার হয় না। এটা অনৈসলামী কার্যকলাপের অন্যতম হাতিয়ার। কোন প্রকার তার বা সেট ছাড়া মোবাইলে চালু করা যায় বলে সমাজে এর প্রভাব অনেক বেশী। এগুলোর মাধ্যমে আমাদের ভাষারও বিকৃতি হচ্ছে বলে জানা যাচ্ছে।

টেলিভিশন :

বাড়ীর চারদেয়ালের মধ্যে বিনোদনের মাধ্যম টেলিভিশন আজকাল 'শয়তানের বাক্সে' পরিণত হয়েছে। আমাদের দেশের মহিলারা এখন জাতীয় ও বিজাতীয় সিরিয়ালে আসক্ত। ফলে অপসংস্কৃতির সয়লাব সর্বত্র পরিদৃষ্ট হচ্ছে। এসব সিরিয়ালের ফলে নারীরা বিজাতীয় পোষাক-পরিচ্ছদ, পূজা-পার্বণ, ভাষা প্রভৃতিতে আকৃষ্ট হচ্ছে। পরিবারের নারী সদস্যদের দেখে দেখে শিশুরাও এতে আকর্ষিত হচ্ছে। এই মাধ্যমে ভালো কোন ইসলামিক চ্যানেল না থাকায় এগুলোর প্রভাব আরো বেশী ত্বরান্বিত হচ্ছে। অধুনা খ্যাতিমান দাঈ ডা. যাকির নায়েক পিসটিভি চালু করার মাধ্যমে এটার বিপক্ষে

একটি সুস্থ-ধারা প্রচলনের চেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিছুদিন চলার পর অনৈসলামী শক্তির প্রভাবে সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে। এই চ্যানেল ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা পালন করছিল।

প্রিন্ট মিডিয়া :

পত্রিকা, ম্যাগাজিন, ক্রোড়পত্র প্রভৃতিতেও ইসলামী কোন কিছু তেমন প্রচার হয় না বললেই চলে। প্রতি সপ্তাহে ছোট কলামে ভিতরের লেখা পাঠকের চোখ এড়িয়ে যায়। এছাড়া পত্রিকা খুললেই অর্ধনগ্ন নারী-পুরুষের ছবিতে এতটাই পূর্ণ থাকে যে, এখন সংবাদপত্র পড়ার জো নেই। বাজার-ঘাট, রাস্তার আশেপাশে বিলবোর্ডও সাইনবোর্ডেও অনৈসলামিক বিষয়গুলোর প্রাধান্য চোখে পড়ে।

প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের গুরুত্ব :

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রযুক্তির ব্যবহার সর্বত্র। এর অবদানকে যেমন অস্বীকার করা যাবে না, তেমনি এটার অপব্যবহারের কথা বলে এটাকে পরিত্যাগ করারও কোন উপায় নেই। বরং আমাদেরকে এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বস্তুতঃ প্রযুক্তির যথার্থ ব্যবহারই আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখতে পারে।

সব নবী-রাসূলই তাদের যুগে তৎকালীন প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়েছিলেন এবং মহান সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলার বিধান প্রচার-প্রসার করেছেন। উম্মতকে প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার শিখিয়েছেন। মহান আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছিয়েছেন। মূসা (আঃ)-এর সময় জাদুর প্রভাব ছিল অধিক। মূসা (আঃ) সে যুগের প্রেক্ষাপটে আল্লাহ প্রদত্ত মুজেযা ব্যবহার করে ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের নিকট দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। ফলে অসংখ্য জাদুকর আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল। ঈসা (আঃ)-এর সময়ে চিকিৎসাবিদ্যার প্রচলন ছিল বেশী। তিনি তাই আল্লাহ প্রদত্ত চিকিৎসাবিদ্যার ব্যবহারের মাধ্যমে দাওয়াত দিয়েছেন। মৃতকে আল্লাহর হুকুমে জীবিত করে দেখানোর মাধ্যমে দাওয়াতী কাজ করেছেন (মায়েদাহ ৫/১১০)।

সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে আল্লাহ সারা জাহানের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছিলেন। তিনি এ ধরণীতে এসে মুশরিক, ইহুদী সহ সবাইকে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। দাওয়াত দানে তিনি তৎকালীন প্রযুক্তি ব্যবহার করেছেন। ছাফা পাহাড়ে উঠে তিনি মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। সে যুগে সাহিত্যের প্রভাব ছিল

বেশী। তিনি উচ্চাঙ্গের আরবী সাহিত্যের ব্যবহার করেও মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন।

একটি দেশ উন্নত রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করার প্রধান চালিকাশক্তি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আবিষ্কারে ও ব্যবহারে অগ্রসরতা। যে জাতি যত বেশী উন্নত সে জাতি তত বেশী শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও প্রযুক্তি ব্যবহারে পারদর্শী। ইসলাম প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান চর্চাকে গুরুত্ব দিয়েছে। প্রয়োজনে বিদেশ থেকে প্রযুক্তি শিক্ষালাভ করা যেতে পারে। কিন্তু স্বনির্ভর হওয়ার শক্তি পঙ্গু করে পরজাতির মুখাপেক্ষী থাকা গ্রহণযোগ্য নয়। উন্নয়নের একমাত্র সোপান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে স্বনির্ভর হওয়া প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য আবশ্যক।

প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের উপায় ও মাধ্যম :

বিজ্ঞানের উন্নতির এই যুগে দাওয়াতের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অল্প সময়ে, অল্প কষ্টে অসংখ্য মানুষের কাছে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া যায়। আধুনিক মাধ্যমগুলোতে ইসলামের ছহীহ আক্বীদার মানুষ কম আসায় এক্ষেত্রে সুযোগ নিচ্ছে বিভিন্ন ভ্রান্ত দল ও গোষ্ঠী। তাদের থেকে তরুণ প্রজন্মকে বাঁচাতে আধুনিক মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে সঠিক ইসলামকে মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তির বিভিন্ন মাধ্যমকে কিভাবে সঠিক পথে পরিচালনা করা যায় এবং কিভাবে ইসলাম প্রচারে ব্যবহার করা যায় তা নিচে উল্লেখ করা হ'ল।–

টেলিভিশন মিডিয়া :

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার একক হ'ল পরিবার। সেই পরিবারের অন্যতম বিনোদন মাধ্যম হ'ল টেলিভিশন। এ মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের গুরুত্ব অপরিসীম। এই মাধ্যমের অপব্যবহারগুলো সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করার পাশাপাশি একে ইসলাম প্রচারের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। ইসলামী বিভিন্ন অনুষ্ঠান বিভিন্ন চ্যানেলে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করতে ইসলামী নেতৃবৃন্দের একজোট হয়ে কাজ করলে তা সহজ হবে।

রেডিও :

হাতের কাছে সর্বক্ষণ সহজলভ্য মোবাইলের কল্যাণে অধুনা এই মাধ্যমের ব্যাপ্তি বেড়েছে। দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, এটি এমন একটি মাধ্যম যেটাতে ইসলামী কোন চ্যানেল নেই।

অথচ অন্যান্য মিডিয়ার তুলনায় এটার খরচ কম হ'লেও এর ব্যাপ্তি বা প্রভাব অনেক বেশী। অত্যন্ত কম খরচে অল্প সীমানায় (range) সম্প্রচার করতে চাইলে কমিউনিটি রেডিও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ ব্যাপারে মুসলিমদের ব্যক্তিগত বা সামষ্টিক উদ্যোগই পারে এ মাধ্যম ব্যবহার করে ইসলাম প্রচার করতে।

প্রিন্ট মিডিয়া :

সমাজের পরিবর্তনে ও সমাজে ভালো কিছু প্রচলনের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা স্থায়ী ভূমিকা রাখতে পারে প্রিন্ট মিডিয়া। উপমহাদেশের মুসলিম সাংবাদিকতার জনক মওলানা আকরম খাঁ হ'লেও তাঁর উত্তরসূরীরা এই মাধ্যমে প্রায় অনুপস্থিত। এ মাধ্যমে এখন বামপন্থী ও সেক্যুলারদের প্রাধান্য। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখে এবং ইসলামের প্রতি সহানুভূতিশীল দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক প্রকাশনা নেই বললেই চলে। এই সুযোগে দেশে বামপন্থী ও সেক্যুলার মতবাদ মানুষের মন-মগজে প্রবেশ করছে। আমাদের মুসলিম শিশুদের মাঝেও এই চিন্তা-ভাবনা প্রবেশ করছে। এর ফলে আমরা শঙ্কিত যে, আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম মুসলিম থাকবে কি-না! তাই মিডিয়ায় এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে ইসলামের কাজে লাগাতে চাই সমন্বিত উদ্যোগ। বিত্তবান মুসলিমদের এগিয়ে আসার পাশাপাশি মেধাবীদেরও এক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে ইসলামের কাজে লাগাতে হবে। সেই সাথে শিশুদের ইসলামমুখী করতে শিশুতোষ পত্রিকা প্রকাশ করাতে হবে এবং তা সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে।

কম্পিউটার : বর্তমান বিশ্বে কম্পিউটার এমন এক প্রযুক্তির নাম পৃথিবীর সবকিছুতেই যার ছোঁয়া অপরিহার্য। এর অবদান অনস্বীকার্য। পৃথিবীর সব যন্ত্রই বর্তমানে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত তথা কম্পিউটারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্যে পরিচালিত। লেখাপড়া, সাহিত্যচর্চা, সাহিত্য-কলা সবকিছুতেই কম্পিউটার প্রসারিত করেছে তার সাহায্যের হাত। উন্নত বিশ্বে কৃষি, বাণিজ্য, চাকরি থেকে নিয়ে হেন কোন পেশা নেই যাতে কম্পিউটারের সাহায্য নেয়া হয় না। এই মাধ্যমকে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে অনেক সহজে ও সফলতার সাহায্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। কম্পিউটারের মাধ্যমে আজ কুরআন, হাদীছ, বিভিন্ন ইসলামী রেফারেন্স গ্রন্থ পড়া ও সংরক্ষণ করা, ভিডিও দেখা, অডিও শোনা প্রভৃতি অনেক সহজতর হয়েছে। আগে কুরআনের আয়াত বা হাদীছের

ইবারত সংগ্রহ করা অনেক কঠিন ছিল। আজ তা অনেক সহজতর হয়েছে। কুরআন-হাদীছ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সফটওয়্যার রয়েছে। এগুলোতে সহজেই একটি সূরা থেকে অন্য সূরাতে গমন করা যায়। বিভিন্ন আয়াত বের করা যায় বিভিন্ন শব্দ দিয়েও আয়াত বের করা যায়। হাদীছের ক্ষেত্রেও এরকম সফটওয়্যার বিদ্যমান। বাংলা ভাষায়ও কুরআন-হাদীছের অনেক ওয়েব, সফটওয়্যার, অ্যাপ বিদ্যমান। এগুলোর যথাযথ প্রচার ও সহযোগিতায় এগিয়ে আসা আমাদের কর্তব্য।

কুরআন, হাদীছ ও ইসলামী রেফারেন্স-এর ক্ষেত্রে 'মাকতাবা শামেলা' সফটওয়্যার অসাধারণ। এতে বিভিন্ন বিষয়ের হাযার হাযার গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা মওজুদ রয়েছে। আধুনিক যুগে ইসলামী গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এর ব্যবহার জানা আবশ্যক।

ওয়েব মিডিয়া :

ওয়েব মিডিয়ায় মুসলমানদের অবস্থান খুব দুর্বল। বিশেষ করে নৈতিকতার চর্চা এখানে খুবই নগণ্য। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা যায়, অমুসলিম ও ইহুদীদের সাইট মুসলমানদের সাইটের তুলনায় ১২০০ গুণ বেশী। অশ্লীলতা ও নীল ছবির সয়লাব এত বেশী যে অল্প কিছু মুসলিম সাইটের অবস্থান সে তুলনায় অপ্রতুল। বাংলা ভাষায়ও ইসলামের উপর ওয়েবসাইটের সংখ্যা অতি নগণ্য। যেগুলো রয়েছে তার মানও অনেক কম। অনেক ওয়েবসাইট নিয়মিত আপডেট হয় না। ওয়েব মিডিয়ার অন্যতম উপাদান অনলাইন নিউজ-এর ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারাসম্পন্ন পোর্টাল এর অত্যধিক অভাব পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া ইসলাম বিষয়ে বিভিন্ন ব্লগ, ওয়েবসাইট প্রভৃতিরও সংখ্যা অনেক কম। এগুলোর প্রচার-প্রসারে আরো অনেক ওয়েবসাইট, ব্লগ গঠনে এগিয়ে আসার পাশাপাশি নতুন নতুন আইডিয়া নিয়ে কাজ করার প্রয়োজন রয়েছে।

অনলাইন মিডিয়ায় বিভিন্ন বইয়ের পিডিএফ, মোবি, ইপাব প্রভৃতি প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা ক্রমাগত বাড়ছে। যেহেতু অনৈসলামী শক্তি বিভিন্ন সময়ে ওয়েবে ইসলাম প্রচারকারী সাইটকে বন্ধ করে দেয়ার অপপ্রয়াস চালায়, সেক্ষেত্রে সবসময় এগুলোর ব্যাকআপ রেখে কাজ করা আবশ্যক। ওয়েবে শুধু আর্টিকেল প্রকাশই নয়, ইসলামী নীতিমালার বিষয়গুলোর উপর অডিও, ভিডিও, প্রেজেন্টেশন প্রভৃতি প্রকাশ ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনতে পারে। বিভিন্ন বিষয়ের উপর উইকিপিডিয়া একটি মুক্ত গ্রন্থাগার। ইসলামী বিষয়ের উপর আর্টিকেলগুলো এই সাইটে সবচেয়ে অবহেলিত। তরুণ সমাজের উচিত এটিকে সমৃদ্ধকরণে এগিয়ে আসা।

ই-মেইল :

ই-মেইলের মাধ্যমে অসংখ্য মানুষের কাছে ইসলামের বাণী মুহূর্তেই পৌঁছানো যায়। যত বড় লেখাই হোক না কেন তা লিখে মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া যায়। ই-মেইল এ গ্রুপ সৃষ্টি করার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে গ্রুপ মেসেজ আদান-প্রদান করা যায়। জিমেইলের ফাইল হোস্টিং সার্ভিস গুগল ড্রাইভের মাধ্যমে ফাইল সংরক্ষণ করা যায়। এমনকি বিভিন্ন ডকুমেন্টকে Ocr করে word ফরম্যাটে রূপ দেয়া যায়।

ফেসবুক সহ অন্যান্য স্যোশাল মিডিয়া :

স্যোশাল মিডিয়াগুলো যদিও ওয়েব মিডিয়ার অন্তর্ভুক্ত, তবুও এর গুরুত্ব ও পরিব্যাপ্তি অনেক হওয়ায় তার আলাদা আলোচনা গুরুত্বের দাবী রাখে। বর্তমানে শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত এ মিডিয়া আসক্ত। এ মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলাম প্রচার অনেক সহজ এবং অনেক দ্রুত গতিতে তা ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এ মিডিয়ার সঠিক ব্যবহারের উদাহরণ অপব্যবহারের তুলনায় অনেক কম। ফেসবুকে লেখা, ছবি, ভিডিও, নোট (বড় লেখা) প্রকাশ করে দ্বীনে হকের দাওয়াতের কাজ করা যায়। এক্ষেত্রে দাওয়াতের পাশাপাশি অনৈসলামী মতবাদকে খন্ডনও করা যায়। তবে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে সৌজন্য, শালীনতা, মাধুর্যতা বজায় রাখা আবশ্যক। সবসময় বিরোধিতামূলক বা খন্ডনমূলক প্রচার নয়, বরং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দাওয়াত দেওয়া অনেক বেশী কার্যকর। দাওয়াতের ক্ষেত্রে ইসলামী মূলনীতি অনুসরণ করে সঠিক তথ্য-প্রমাণসহ আলোচনা দাওয়াতকে বেগবান করবে বলে আশা করা যায়। এছাড়াও অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া যেমন টুইটার, বেশতো, উম্মাহল্যান্ড, লিংকডইন, গুগল প্লাস, ইন্সট্রাগ্রামেও ইসলাম বিষয় লেখা, ছবি পোস্ট করা সময়ের দাবী।

ইউটিউব :

মানব মনে দাগ কাটার ক্ষেত্রে দেখা ও শোনার প্রভাব বেশী। এজন্যই মাল্টিমিডিয়ার প্রয়োগ অনেক বেশী প্রয়োজন। ভিডিও প্রকাশ করে তা প্রচার করলে দাওয়াতের প্রসার অনেক বৃদ্ধি পায়। কুরআনের বিভিন্ন আয়াত, তাফসীর, বিষয়ভিত্তিক আলোচনা, ইসলামী হামদ, না'ত প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। এসব রেকর্ড করে ইউটিউব, ডেইলীমোশন, ভিমিও প্রভৃতি সাইটে আপলোড করে প্রচার করা যেতে পারে। বড় বড় ভিডিওর তুলনায় ছোট ছোট প্রশ্নোত্তর বা ভিডিওর প্রভাব অনেক বেশী। শিশুদের আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য অনুমোদনযোগ্য কার্টুনও প্রকাশ করা যেতে পারে। এছাড়া

শিশুদের জন্য ছড়া, বিভিন্ন ইসলামী গল্প কথকের মাধ্যমে ভিডিও করে প্রকাশ করলে তা শিশুদের মনোজগতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

মোবাইল :

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক নব আবিষ্কার হ'ল মোবাইল ফোন। ধনী-দরিদ্র, রিক্সাচালক-ভ্যানচালক, নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী, শিশু-কিশোর সকলের হাতেই এখন মোবাইল। মোবাইল ফোন যেন আজকাল জীবনের একটি আবশ্যিক অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এটা মানুষের জীবনকে করেছে গতিময়। আগের যামানায় যে কাজে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হ'ত, বর্তমানে তা মুহূর্তের মধ্যেই হয়ে যায়। এদিকে লক্ষ্য করলে মোবাইল অত্যন্ত যরূরী একটি জিনিস। কিন্তু এর অপব্যবহারও কম নয়! মোবাইল এখন শুধু দূর-আলাপনী যন্ত্রই নয়, এটি এখন মিনি কম্পিউটারের রূপ ধারণ করেছে। ফলে এর বহুমুখী ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। মোবাইল সঠিকভাবে ব্যবহার করে এটিকে দাওয়াতের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা যায়। বিশেষ করে স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে ইসলামের অনেক বিষয় জানা, মেনে চলা সুবিধাজনক।

বর্তমানে অনেক সহজেই কুরআন-হাদীছের বাণীগুলো পড়া ও সার্চ দেয়ার সুযোগ রয়েছে। কুরআন ও হাদীছের এই সংকলনগুলো বাংলায় সহজলভ্য। এখন সহজেই ছালাতের সময়সূচী, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত প্রভৃতি জানা যায়। স্মার্টফোনের মাধ্যমে ইসলামী লেকচার, গান, টিউটোরিয়াল-এর অডিও-ভিডিও শোনা ও দেখা যায়। একটি মাত্র ছোট্ট মেমোরীতে অসংখ্য বক্তব্য ধারণ করা যায়। সেই সাথে অতি সহজেই তা অন্যের কাছে পৌঁছিয়ে প্রচার করা যায়। অ্যান্ড্রয়েড ফোনের অ্যাপগুলোর মাধ্যমে ইসলাম চর্চা অনেক সহজ হয়েছে। ইসলাম বিষয়ক অ্যাপগুলোতে কুরআনের বিভিন্ন অনুবাদ, হাদীছের গ্রন্থ, ফাতাওয়ার কিতাব, ছালাতের সময়সূচী, দৈনন্দিন জীবনের দো'আ, তাফসীর, মাসআলা-মাসায়েল প্রভৃতি বিষয় রয়েছে। এগুলোর মধ্যে বাংলা ভাষায় হিসনুল মুসলিম অ্যাপ, হাদীসবিডি অ্যাপ, আই হাদীস, বাংলা কুরআন প্রো প্রভৃতি অন্যতম। এসবের মাধ্যমে ইসলামী জ্ঞানার্জন করা সহজ হয়েছে। বিভিন্ন কাজের ফাঁকে, ভ্রমণে ও অবসর সময়ে এক ক্লিকেই এসব পড়া যায়। শুধু পড়াই নয়, অডিও ডাউনলোডের মাধ্যমে বিখ্যাত ক্বারীদের তেলাওয়াত শুনা এখন অনেক সহজ হয়েছে। অ্যান্ড্রয়েড ফোনের মাধ্যমে পিডিএফ, ইপাব, মোবি প্রভৃতি বিভিন্ন ফরম্যাটের পিডিএফ পড়া যায়। ইসলামের

অসংখ্য বিষয়ে বর্তমানে পিডিএফ বিদ্যমান। হাতের কাছেই এসব রয়েছে, অথচ এসব উপকারী বিষয়কে পরিত্যাগ করে আমরা শয়তানী ওয়াসওয়াসায় পড়ে অনৈসলামিক বিষয়ে আগ্রহী হচ্ছি। ইসলামী বিষয়গুলো অন্যের মাঝে প্রচলনের জন্যে আমাদের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। এসব ধর্মীয় বই, অডিও, ভিডিও লেকচারগুলো অন্যের মাঝে বিভিন্ন মাধ্যমে (shareit, bluetooth, anyshare) প্রচার করা যায়। এসব সিডি বা ডিভিডিতে কপি করেও প্রচার করা যায়।

নিজেরাও বিভিন্ন দুর্লভ বইগুলো camscanner অ্যাপ দিয়ে মোবাইলের ক্যামেরাকে কাজে লাগিয়ে স্ক্যান করে পিডিএফ আকারে সংরক্ষণ করতে পারি। উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে বাংলাদেশে অ্যান্ড্রয়েড ফোনের প্রচলন অনেক বেশী। উন্নত বিশ্বে বা আমাদের দেশের বিত্তবানরা আইফোন বা আইপ্যাড ব্যবহার করেন। কিন্তু এই অপারেটিং সিস্টেমে ইসলামিক অ্যাপ-এর সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। প্রযুক্তিবিদদের এই মাধ্যমে এগিয়ে আসার জন্য উৎসাহিত করা প্রয়োজন। বাংলা ভাষায় ইসলামিক অ্যাপগুলোর অধিকাংশই তৈরী হচ্ছে ব্যক্তিগত উদ্যোগে। এসব বিষয় সাংগঠনিক বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হ'লে এর গতিময়তা বৃদ্ধি পাবে। আলেম সমাজের এসব ক্ষুদে উদ্যোক্তাদের সহযোগিতা করার পাশাপাশি সামষ্টিকভাবে কাজ করার উদ্যোগ নিতে হবে। বিত্তবানদেরও এসব উদ্যোক্তাদের আর্থিকভাবে সহযোগিতা করা নিজের ঈমানী দায়িত্ব মনে করা উচিত। আইফোনে বই পড়ার অন্যতম ফরম্যাট ইপাব (Epub)। এই ফরম্যাটে কোন বাংলা ইসলামী বই নেই। যা দুঃখজনক। এই ফরম্যাট নিয়ে কাজ করার জন্য তরুণ সমাজের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপন :

বর্তমানে সব কিছুর বিজ্ঞাপনেই নারীদের ব্যবহার করা হচ্ছে। কোন কোন বিজ্ঞাপনে অশ্লীল ছবিও ব্যবহার করা হয়। রাস্তায় বা বাজারে এসব বিলবোর্ডের ব্যবহার আমাদের ইসলামী সংস্কৃতির বিরোধী। এর বিরুদ্ধে আমাদের তেমন পদক্ষেপ নেই।

এক্ষেত্রে ইসলামী কথা সম্বলিত বিলবোর্ড ভাড়া করে বা নিজের বাসাবাড়ীতে অল্প খরচেই স্থাপন করা যেতে পারে। প্রিন্ট মিডিয়াতেও বিজ্ঞাপন হিসাবে ইসলামী মূলনীতির কথাগুলো প্রকাশ করা যেতে পারে। রাস্তার পাশে বা মোড়ে মোড়ে ইসলামের সুমহান বাণী সম্বলিত বিজ্ঞাপন স্থাপন করলে তা দাওয়াতের ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রাখতে পারে। সারাদেশে অসংখ্য মাদরাসা রাস্তার পাশে বিদ্যমান। এগুলোর পাশের রাস্তার দু'পাশে বিভিন্ন ইসলামী বাণীর ব্যানার, বিলবোর্ড স্থাপন করা যেতে পারে।

‘মুসলিম ও কুফরীর মাঝে পার্থক্য হ’ল ছালাত’,[1] ‘একটি আয়াত হ’লেও আমার পক্ষ থেকে প্রচার কর’,[2] ‘মুমিনদের মধ্যেই সেই উত্তম যে স্ত্রীর কাছে উত্তম’[3] প্রভৃতি বাণী সম্বলিত বিলবোর্ড রাস্তায় স্থাপন করা যায়। এছাড়া রাস্তায় রাস্তায় সফরের দো‘আ ও সফরকে উৎসাহিত করার আয়াতগুলো বিলবোর্ডে লেখা যেতে পারে। অশ্লীলতার পরিণাম সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীছগুলো উল্লেখ করে বাজারে বিলবোর্ড স্থাপন করা যায়। এছাড়া স্টীকার, লিফলেট প্রভৃতি মসজিদের দেয়ালে, বাসে, ট্রেনে, লঞ্চে প্রভৃতিতে স্থাপন করে দ্বীনী দাওয়াত প্রচার করা যেতে পারে।

প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারে আলেমদের ভূমিকা :

তথ্য ও প্রযুক্তি মানুষের জীবন ও তার উন্নয়নে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। মানুষের জীবন প্রবাহকে বেগবান করেছে। আর ইসলাম মানুষের জন্য যে কোন কল্যাণকর জিনিসের সঠিক ব্যবহার অনুমোদন করে। তাই তথ্য ও প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারে ইসলামের কোন আপত্তি নেই। তথ্য ও প্রযুক্তির ভুল ব্যবহার হচ্ছে। কোন জিনিসের ভুল ব্যবহার হ’লে তা নিষিদ্ধ হয়ে যায় না। বরং ভুল ব্যবহার বন্ধ করতে হয়। এক্ষেত্রে আমাদের আলেম সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। তাদের দায়িত্ব মানুষকে প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার শেখানো। বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তি অর্থাৎ ইন্টারনেট ব্যবহার করে ইসলামের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে তার জবাব আলেমদের পক্ষ থেকেই আসা উচিত। ইসলামের নামে অসংখ্য নতুন নতুন ফিৎনা, বিভ্রান্ত মতবাদের প্রতিবাদ ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে প্রচার করার দায়িত্ব আলেম সমাজের উপরই বর্তায়। সাপ্তাহিক জুম‘আর খুৎবায় প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারে কি করণীয় সে সম্পর্কে আলোচনা করা যরূরী। প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধে দুর্বল ঈমানদার ব্যক্তি যতটা তৎপর, অধিকতর ঈমানের অধিকারী আলেম সমাজ তার চেয়ে বেশী তৎপর হবেন এটা আমাদের একান্ত কামনা। ইসলামের সঠিক দিক বিশ্ববাসীর নিকট তুলে ধরার জন্য ইন্টারনেট, টিভি, ইলেক্ট্রনিক ও অন্যান্য মিডিয়া ব্যবহার করা নাজায়েয বলে ঘোষণা করা ‘মাথা ব্যথা হ’লে মাথা কেটে ফেলার’ নামান্তর।

প্রযুক্তির সহজ ব্যবহারের সুযোগ নিয়ে ইসলাম বিরোধীরা অনলাইনে নির্জলা মিথ্যা ছড়িয়ে দিচ্ছে। অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, নগ্নতাকে উসকে দিচ্ছে। নাস্তিকতার প্রচার ও ধর্মে অযথা অবিশ্বাস তৈরি করছে। আধুনিক জাহেলিয়াতের এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে ইসলামের প্রকৃত বার্তা মানুষের কাছে তুলে ধরার দায়িত্ব আলেম সমাজের।

মানবজীবনের জন্য অতীব যরূরী আমলগুলো তথ্যসূত্রসহ তুলে ধরার মাধ্যমে ইসলামের বাস্তব অনুশীলনের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করা যেতে পারে।

আরবের আলেমরা ফেসবুক ব্যবহার করে ইসলামের দাওয়াতের ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। লাখ লাখ মানুষ তাদের পেইজে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে লেখা প্রবন্ধগুলো পাঠ করছে। এক্ষেত্রে আমাদের আলেমরা ফেসবুককে দাওয়াতের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে ইসলামের প্রচার-প্রসারে ভূমিকা পালন করতে পারেন। কুরআনের সাথে আধুনিক

বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলো যে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা প্রচারে আলেমদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের আলেম সমাজেরই দায়িত্ব প্রযুক্তির এই দিকহারা জাহাজের পাল টেনে ধরার। সেই সাথে মানুষকে তার সঠিক ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া। ইসলামের খেদমতে প্রযুক্তিকে কিভাবে আরও শক্তিশালী করা যায় তা নিয়ে কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করা যরূরী। কারণ এখন মানুষ প্রযুক্তিনির্ভর। অফিস-আদালত, বই-পুস্তক, দোকান-পাঠ সবই এখন হাতের মুঠোয়। কিন্তু প্রযুক্তির এই উৎকর্ষতা যেন আমাদের ধ্বংসের কারণ না হয়। আল্লাহর এই অমূল্য নে'মতগুলো যাতে তাঁর নাফরমানীতে ব্যবহার না হয়, সে ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং এই প্রযুক্তিকে আল্লাহর নির্দেশ মত ব্যবহারের উপযোগী করা আলেমদেরই দায়িত্ব।

আল্লাহ বলেন,' إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِيْنَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً-

আমি পৃথিবীর সবকিছুকে পৃথিবীর জন্য শোভা করেছি, যাতে লোকদের পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কে ভালো কাজ করে' (কাহফ ১৮/৭)।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দাওয়াতের পদ্ধতি এক দিকে যুগোপযোগী ও উন্নতমানের হওয়া দরকার। অন্য দিকে সমকালীন বাতিল শক্তির মোকাবেলা করার মত যোগ্যতা, দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগের সক্ষমতাও থাকা প্রয়োজন। সর্বসাধারণের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিতে উপরোক্ত মাধ্যমগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা দরকার। তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষতার এই যুগে দাঈ ইলাল্লাহ তথা আল্লাহর পথে আহবানকারীদের জন্য তাওহীদের দাওয়াত বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয়ার অপার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিতে হবে। ইসলামের অপার সৌন্দর্য সর্বসাধারণের কাছে তুলে ধরতে হবে। জাহেলিয়াতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে সর্বত্র পৌঁছে দিতে হবে কুরআনের আলো। আর সে প্রচেষ্টায়

সবারই অংশগ্রহণ প্রয়োজন। ইসলামের দাওয়াত বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন- আমীন!

[1]. মুসলিম হা/৮২; মিশকাত হা/৫৬৯।

[2]. বুখারী হা/৩৪৬১; মিশকাত হা/১৯৮।

[3]. তিরমিযী হা/৩৮৯৫; মিশকাত হা/৩২৫২, হাদীছ ছহীহ।

ইসলাম প্রচারে মিডিয়ার বির্বর্তন

ইসলাম প্রচারে মিডিয়ার বিবর্তন একটি প্রাচীন ও সুদীর্ঘ প্রক্রিয়া, যা মৌখিক প্রচারণা থেকে শুরু করে বর্তমানের ডিজিটাল বিপ্লব পর্যন্ত বিস্তৃত। নিচে এর বিস্তারিত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হলো:

১. আদি ও ধ্রুপদী পর্যায়: মৌখিক ও সরাসরি যোগাযোগ

ইসলামের প্রাথমিক যুগে যোগাযোগের মাধ্যম ছিল অত্যন্ত সহজ ও সরাসরি।

মিম্বার ও খুতবা: মসজিদভিত্তিক খুতবা ছিল প্রধান মিডিয়া। রাসূল (সা.)-এর যুগে মিম্বার থেকে দেওয়া ভাষণ কেবল ধর্মীয় নির্দেশনাই নয়, বরং রাজনৈতিক ও সামাজিক সংবাদের প্রধান উৎস ছিল।

চিঠিপত্র ও দূত: তৎকালীন বিশ্বের বড় বড় রাজা-বাদশাহদের কাছে রাসূল (সা.) চিঠিপত্র পাঠিয়েছিলেন, যা ছিল ইসলামের আন্তর্জাতিক প্রচারের প্রথম ধাপ।

পাণ্ডুলিপি: সাহাবায়ে কেরাম এবং পরবর্তীকালের আলেমগণ হাতে লিখে কুরআন, হাদিস এবং ফিকহ-এর পাণ্ডুলিপি তৈরি করতেন। অষ্টম শতাব্দীতে বাগদাদে কাগজের কারখানা স্থাপনের পর জ্ঞান বিতরণের গতি বাড়ে।

২. মুদ্রণ বিপ্লব ও সংস্কারের যুগ

ছাপাখানার উদ্ভাবন ইসলাম প্রচারে এক নতুন যুগের সূচনা করে।

ছাপাখানা: ইউরোপে পঞ্চদশ শতাব্দীতে ছাপাখানা আবিষ্কার হলেও মুসলিম বিশ্বে এর ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয় উনিশ শতকের দিকে। এই বিলম্বের প্রধান কারণ ছিল ক্যালিগ্রাফি বা হাতে লেখার প্রতি অধিক গুরুত্ব এবং যান্ত্রিক মুদ্রণে কুরআন বিকৃতির ভয়।

সংবাদপত্র ও সাময়িকী: উনিশ শতকের শেষার্ধে মুসলিম বিশ্বে সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এটি ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে জনমত তৈরি এবং ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

৩. ইলেকট্রনিক মিডিয়ার উত্থান

বিশ শতকে রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে দাওয়াত মানুষের ব্যক্তিগত গণ্ডিতে পৌঁছে যায়।

রেডিও ও টেলিভিশন: মধ্য বিশ শতক থেকে রেডিওতে কুরআন তিলাওয়াত এবং টিভিতে ধর্মীয় আলোচনা প্রচার শুরু হয়। ইক্বরা টিভির মতো বিশেষায়িত ইসলামিক চ্যানেলের উত্থান এই প্রক্রিয়াকে আরও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়।

অডিও ক্যাসেট: সত্তর ও আশির দশকে অডিও ক্যাসেট ছিল ইসলাম প্রচারের অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম। এর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রখ্যাত আলেমদের ওয়াজ ও আলোচনা তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়ে।

৪. ডিজিটাল রূপান্তর: গ্লোবাল ভিলেজ

একবিংশ শতাব্দীতে ইন্টারনেট ও স্মার্টফোন ইসলাম প্রচারের ধরনকে আমূল বদলে দিয়েছে।

সোশ্যাল মিডিয়া দাওয়াত: বর্তমানে ফেসবুক, ইউটিউব এবং টিকটকের মতো প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সরাসরি (Live) ওয়াজ ও ছোট ছোট ভিডিওর (Reels) মাধ্যমে ইসলামের বাণী সেকেন্ডের মধ্যে কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে।

ওয়েবসাইট ও অ্যাপ: কুরআন ডট কম বা সুন্নাহ ডট কমের মতো প্ল্যাটফর্মগুলো কুরআন-হাদিসকে গবেষণার জন্য সহজলভ্য করে তুলেছে।

দ্বিমুখী যোগাযোগ: আগের মাধ্যমগুলো একমুখী হলেও ডিজিটাল মিডিয়া লাইভ স্ট্রিমিং ও কমেন্ট সেকশনের মাধ্যমে প্রশ্ন-উত্তরের সুযোগ তৈরি করে সরাসরি যোগাযোগের দ্বার উন্মোচন করেছে।

ঐতিহাসিকভাবে ইসলাম সবসময় যুগের আধুনিক মাধ্যমগুলোকে দাওয়াতের কাজে ব্যবহার করেছে, যা বর্তমান সময়ে এসে অত্যন্ত শক্তিশালী ও প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে উঠেছে।

দাওয়াহর নতুন দিগন্ত: সামাজিক মিডিয়ার প্ল্যাটফর্মসমূহ

দাওয়া বা ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে সামাজিক মিডিয়া বর্তমানে এক শক্তিশালী ও অপরিহার্য মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। আধুনিক এই প্রযুক্তির ফলে প্রচারের ধরণ ও পরিধিতে আমূল পরিবর্তন এসেছে, যা দাওয়াতের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। ২০২৫-২০২৬ সালের প্রেক্ষাপটে সামাজিক মিডিয়ার বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম কীভাবে দাওয়াতের কাজকে প্রভাবিত করছে, তার একটি বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো:

১. দাওয়াতের প্রধান প্ল্যাটফর্মসমূহ (২০২৬ সালের প্রেক্ষাপট)

বর্তমানে নির্দিষ্ট কিছু প্ল্যাটফর্ম দাওয়াতের কাজে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে:

ইউটিউব (YouTube): এটি দীর্ঘমেয়াদী আলোচনা, পূর্ণাঙ্গ ওয়াজ মাহফিল এবং শিক্ষামূলক এনিমেশনের জন্য প্রধান মাধ্যম । এর গ্লোবাল রিচ বা বিশ্বব্যাপী প্রসারের কারণে এটি জ্ঞান অর্জনের একটি ডিজিটাল লাইব্রেরিতে পরিণত হয়েছে।

ফেসবুক (Facebook): বাংলাদেশে দাওয়াতের ক্ষেত্রে এটি সবচেয়ে জনপ্রিয় । লাইভ স্ট্রিমিং, প্রশ্ন-উত্তর সেশন এবং ইসলামিক পোস্টার বা কোট শেয়ারের মাধ্যমে এটি ব্যাপক জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাতে সাহায্য করে।

টিকটক ও ইনস্টাগ্রাম রিলস (TikTok & Reels): তরুণ প্রজন্মের কাছে পৌঁছানোর জন্য বর্তমানে 'শর্ট-ফর্ম ভিডিও' (এক মিনিটের কম সময়ের ভিডিও) সবচেয়ে কার্যকর । সৃজনশীল ও সংক্ষেপে ধর্মীয় বার্তা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এটি বিপ্লব ঘটিয়েছে

হোয়াটসঅ্যাপ ও টেলিগ্রাম (WhatsApp & Telegram): এই অ্যাপগুলো মূলত ব্যক্তিগত বা গ্রুপভিত্তিক আলোচনার জন্য ব্যবহৃত হয়, যা নতুন মুসলিম (মুয়াল্লাফ) বা তরুণদের সরাসরি মেন্টরিং প্রদানে সহায়ক ।

২. ডিজিটাল দাওয়াতের নতুন প্রবণতাসমূহ

রিলিজিয়াস ইনফ্লুয়েন্সার: বর্তমানে অনেক তরুণ আলেম বা প্রচারক 'ইনফ্লুয়েন্সার' হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন, যারা প্রথাগত পদ্ধতির বাইরে আধুনিক ঢঙে ইসলামের বাণী প্রচার করছেন।

ইন্টারেক্টিভ দাওয়াত: ওয়ান-ওয়ে প্রচারের বদলে এখন লাইভ কিউএ (Q&A), পোল এবং কমেন্টের মাধ্যমে প্রচারক ও শ্রোতার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ সম্ভব হচ্ছে ।

নিশ কমিউনিটি: নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর আলোচনার জন্য ডিসকর্ড বা রেডডিট-এর মতো প্ল্যাটফর্মে ছোট ছোট ধর্মীয় কমিউনিটি গড়ে উঠছে ।

লো-প্রোডাকশন কন্টেন্ট: ২০২৬ সালের ট্রেন্ড অনুযায়ী, অতিরিক্ত এডিট করা ভিডিওর চেয়ে সাধারণ ফোন দিয়ে ধারণ করা সাবলীল ও বাস্তবধর্মী ভিডিও মানুষের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে।

৩. চ্যালেঞ্জ ও দায়িত্বশীলতা

সুযোগের পাশাপাশি এই ডিজিটাল যুগে কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে:

ভুল তথ্য ও অপপ্রচার: সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক সময় যাচাই ছাড়াই ভুল তথ্য বা বিভ্রান্তিকর ধর্মীয় ব্যাখ্যা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে

চরিত্র গঠন: সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইসলাম পরিমিতিবোধ ও অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার নির্দেশ দেয়। অন্যের গীবত বা নোংরা আক্রমণ থেকে বিরত থাকা দাওয়াতের অন্যতম শর্ত ।

যাচাইকরণ: যেকোনো ধর্মীয় তথ্য প্রচারের আগে তার নির্ভরযোগ্য উৎস (কুরআন ও সুন্নাহ) যাচাই করে নেওয়া জরুরি।

২০২৬ সালের সামাজিক মিডিয়া ইউজার ট্রেন্ড:

প্ল্যাটফর্ম	মাসিক সক্রিয় ব্যবহারকারী (২০২৬ আনুমানিক)	দাওয়াতের ধরণ
ফেসবুক	৩.১ বিলিয়ন	লাইভ খুতবা, বড় আলোচনা
ইউটিউব	২.৯ বিলিয়ন	ডকু-সিরিজ, বিস্তারিত টিউটোরিয়াল
ইনস্টাগ্রাম	২.৩ বিলিয়ন	রিলস, কোট কার্ড

টিকটক ১.৬ বিলিয়ন শর্ট রিজেকশন,
কুইক টিপস

সোশ্যাল মিডিয়া এখন কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং এটি দ্বীন প্রচারের এক বিশাল ময়দান। এর সঠিক ব্যবহার একজন মুমিনের জন্য সদকায়ে জারিয়া হতে পারে।

ইসলাম প্রচারে সামাজিক মিডিয়ার সুফল:

দ্রুত ও বিশ্বব্যাপী প্রচার: ভৌগোলিক সীমানা পেরিয়ে খুব কম সময়ে বিশ্বব্যাপী মানুষের কাছে ইসলাম ও এর শান্তির বার্তা পৌঁছে দেওয়া যায় ।
ভুল ধারণা নিরসন (Dawah): ইসলাম নিয়ে সমাজে প্রচলিত ভুল ধারণা বা অপপ্রচারগুলো দ্রুত ও কার্যকরীভাবে সঠিক তথ্য দিয়ে খণ্ডন করা যায়।
যুবসমাজের কাছে পৌঁছানো: তরুণ প্রজন্ম সোশ্যাল মিডিয়াতে বেশি সময় কাটায়, তাই তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত ও মূল্যবোধ তুলে ধরার এটিই সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম।
সহজ জ্ঞান অর্জন ও শিক্ষা: কুরআন-হাদিসের শিক্ষা, ওয়াজ, ফতোয়া, এবং বিভিন্ন ইসলামিক বই ঘরে বসে শেখার সুযোগ তৈরি হয়েছে।
ভার্চুয়াল সম্প্রদায় গঠন: সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে একতা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় হয় এবং বিভিন্ন ধর্মীয় ইস্যুতে ভার্চুয়াল জ্ঞান শেয়ার করা যায় ।
ইসলামী অ্যাপ ও সুবিধা: নামাজের সময়সূচী, কিবলা নির্দেশিকা, কুরআন তিলাওয়াত ও দোয়ার অ্যাপের মাধ্যমে দৈনন্দিন ইবাদত পালন সহজ হয়েছে।
ইন্টারেক্টিভ দাওয়াত: কোনো প্রশ্ন থাকলে সরাসরি কমেন্ট বা মেসেজের মাধ্যমে জানা ও সমাধান পাওয়ার সুযোগ থাকে, যা সাধারণ মাধ্যমগুলোতে নেই।

ইসলাম প্রচারে সামাজিক মিডিয়ার সীমাবদ্ধতা :

ইসলাম প্রচারে সোশ্যাল মিডিয়া দ্রুত তথ্য ছড়াতে পারলেও, এর প্রধান সীমাবদ্ধতা হলো ভুল তথ্য বা ভুয়া খবর ছড়ানোর ঝুঁকি, জ্ঞানহীন ব্যক্তি দ্বারা ফতোয়া প্রদান, এবং সঠিক যাচাই ছাড়া ধর্মীয় কন্টেন্ট শেয়ার করার প্রবণতা । এছাড়া, অশ্লীল ছবি/ভিডিওর উপস্থিতি, গোপনীয়তা নষ্ট হওয়া, এবং বাস্তব জীবনের সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে মনোযোগ সরিয়ে নেওয়ার ঝুঁকিও রয়েছে ।

সামাজিক মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের সীমাবদ্ধতা:

ভুল তথ্য ও বিভ্রান্তি: যাচাই না করে তথ্য শেয়ার করার ফলে ভুল বা জাল হাদিস ছড়িয়ে পড়তে পারে।

অযোগ্য ব্যক্তির ফতোয়া: সঠিক জ্ঞান ছাড়া অনেকেই ইসলামি বিষয়ে মত প্রকাশ বা ফতোয়া দেন, যা বিভ্রান্তি তৈরি করে।

অনৈতিক কন্টেন্ট: ফেসবুক, ইউটিউবের মতো মাধ্যমে অশ্লীল ছবি, ভিডিও, বা হারাম কন্টেন্টের সামনে পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে ।

ব্যক্তিগত গোপনীয়তা (Privacy): সোশ্যাল মিডিয়া প্রায়শই ব্যক্তিগত ও পাবলিক জীবনের মধ্যে সীমা নষ্ট করে, যা ইসলামের গোপনীয়তার নীতির পরিপন্থী।

ভুল বোঝাবুঝি ও বিতর্ক: গঠনমূলক আলোচনার পরিবর্তে প্রায়শই বিতর্ক, বিদ্বেষমূলক পোস্ট এবং গুজব ছড়ায়।

বাস্তব জীবনের অবহেলা: অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে নামাজ, পরিবার ও অন্যান্য সামাজিক দায়িত্ব অবহেলার শিকার হতে পারে ।

চরিত্রহনন: ছদ্মনাম বা ভুয়া আইডি ব্যবহার করে আলেম-ওলামা ও সাধারণ মানুষের সম্মানহানি করা হয়, যা ইসলামে নিষিদ্ধ।

অনলাইন বিতর্ক ও ফিতনার সৃষ্টি : হযরত আবু উমামা (রা.) বর্ণিত হাদিসে এসেছে, "আমি জান্নাতের মাঝখানে একটি ঘরের জিম্মাদার, যে ব্যক্তি তর্ক-বিতর্ক বর্জন করে, যদিও সে সঠিক অবস্থানে থাকে" (সুনানে আবু দাউদ ৪৮০০)

সামাজিক মিডিয়ায় ইসলাম প্রচারের নীতিমালা ও শিষ্টাচরা:

বর্তমান সময়ে সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফেসবুক, ইউটিউব, টিকটক, ইনস্টাগ্রাম—এসব প্ল্যাটফর্মে আমরা প্রতিদিন অনেক সময় ব্যয় করি। এখান থেকে যেমন জ্ঞান, যোগাযোগ ও বিনোদন মিলছে, তেমনি কিছু বিপদও তৈরি হচ্ছে। যেমন সময় অপচয়, গিবত, অপসংস্কৃতি ছড়ানো, অহংকার প্রদর্শন, গোপনীয়তা লঙ্ঘন ইত্যাদি।

ইসলাম এমন এক পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা, যেখানে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারেরও নির্দেশনা রয়েছে। তাই প্রশ্ন উঠতেই পারে—সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার কি ইসলামে নিষেধ? উত্তর—না। তবে এর ব্যবহার হতে হবে শালীনতা, সততা ও ইসলামের নীতিমালার আলোকে। নিচে ইসলামিক দৃষ্টিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা তুলে ধরা হলো।

১. সময়ের অপচয় নয়

ইসলামে সময়কে মহান নেয়ামত বলা হয়েছে। নবী করিম (স.) বলেন- ‘এমন দুটি নিয়ামত আছে, যে দুটোতে অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। তা হচ্ছে, সুস্থতা আর অবসর।।’ (বুখারি: ৬৪১২)

ফেসবুক বা ইউটিউব স্ক্রল করতে করতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নষ্ট করে ফেললে সেটি আল্লাহর দেয়া সময়ের অপচয় হিসেবে গণ্য হবে। কাজেই সময় নির্ধারণ করে সীমিতভাবে ব্যবহার করুন।

২. গিবত ও অপবাদ থেকে বিরত থাকুন

ইন্টারনেটে কাউকে কটাক্ষ, বিদ্রূপ বা অপমান করে পোস্ট, কমেন্ট বা ভিডিও দেওয়া সবই গিবতের শামিল। কোরআনে গিবত প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- ‘তোমরা একে অপরের গিবত করো না। এটা মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার মতো জঘন্য।’ (সুরা হুজরাত: ১২) তাই অনলাইনে কাউকে অপমান করা, অন্যের দোষ খোঁজা বা গুজব ছড়ানো ইসলামি আদবের লঙ্ঘন।

৩. অশ্লীল কনটেন্ট এড়িয়ে চলুন

ইসলামে পর্দা ও শালীনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অশ্লীল ছবি, গান, ভিডিও, অথবা যেসব কনটেন্ট মানুষকে গুনাহের দিকে টানে, তা দেখা বা শেয়ার করা ইসলামে সম্পূর্ণ

নিষিদ্ধ। কোরআনে আল্লাহ বলেন- 'ফাহেশা (অশ্লীলতা) ও মন্দ কাজের ধারেকাছেও যেয়ো না।' (সুরা আনআম: ১৫১)

৪. অহংকার ও আত্মপ্রদর্শন বর্জন করুন

নিজের সাফল্য, সৌন্দর্য বা সম্পদের অহংকারমূলক প্রদর্শন করা অনলাইনেও গুনাহ। মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, 'তিল পরিমাণ অহংকার যার অন্তরে আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' (জামে তিরমিজি: ১৯৯৮)

আত্মপ্রদর্শন বা রিয়া থেকেও বিরত থাকতে হবে। কেউ হীনমন্যতায় ভুগতে পারে— এমন কনটেন্ট থেকেও বিরত থাকা ইসলামি শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত।

৫. সত্য ও ভালো জিনিস শেয়ার করুন

নবী করিম (স.) বলেছেন- 'তোমরা আমার পক্ষ থেকে একটি বাক্য হলেও পৌঁছে দাও।' (বুখারি: ৩৪৬১)

তাই ইসলাম, জ্ঞান বা নৈতিক শিক্ষা বিষয়ক ভালো কিছু শেয়ার করা অবশ্যই সওয়াবের কাজ। তবে শেয়ার করার আগে সত্যতা যাচাই জরুরি। কারণ, মিথ্যা তথ্য ছড়ানোও গুনাহ। একই হাদিসেই নবীজি বলছেন, যে কেউ ইচ্ছে করে আমার উপর মিথ্যারোপ করল, সে যেন জাহান্নামকেই তার ঠিকানা নির্দিষ্ট করে নিল। (বুখারি: *৩৪৬১)*

৬. গোপনীয়তা ও শালীনতা রক্ষা করুন

নিজের বা পরিবারের ব্যক্তিগত ছবি, ভিডিও, জীবনযাপন বা সম্পর্ক সামাজিক মাধ্যমে বেশি প্রকাশ করা ইসলাম পরিপন্থি কাজ। এতে ব্যক্তিগত জীবন উন্মুক্ত হয় এবং অনেক সময় তা বিপদের কারণ হয়। ইসলাম এসব অনুমোদন করে না। আর কেউ যদি নিজের পরিবারের অশ্লীল বিষয়গুলো মেনে নেয়, হাদিসের ভাষায় সে দাইয়ুস। রাসুলুল্লাহ (স.) আরও ইরশাদ করেছেন, 'নিশ্চয়ই সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলা যখন জান্নাত সৃষ্টি করেছেন তখন জান্নাতকে বলেছেন, আমার সম্মান-গৌরব ও পরাক্রমশালীর শপথ! কৃপণ, মিথ্যাবাদী এবং দাইয়ুস ব্যক্তি তোমার মধ্যে প্রবেশ করবে না। (নাসায়ি, জাকাত অনুচ্ছেদ: ২৫৬২; মুসনাদে আহমদ: ২/১৩৪)

৭. হাস্যরস যেন কটাক্ষ বা অপমানজনক না হয়

অনেক সময় মজার ভিডিও বা পোস্ট করার নামে অন্যকে অপমান করা হয়। ইসলামে কাউকে কষ্ট দেওয়া বা অপমান করা হারাম, এমনকি দুষ্টুমি করেও। এক হাদিসে

রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, ‘কোনো ব্যক্তির মন্দ প্রমাণিত হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে তুচ্ছজ্ঞান করে।’ (ইবনে মাজাহ: ৪২১৩)

৮. পর্দা বজায় রাখুন

নারী-পুরুষের অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা, ভিডিও কল, ইনবক্সিং ইত্যাদি সোশ্যাল মিডিয়ায় খুব স্বাভাবিক হলেও, ইসলামি দৃষ্টিতে এসব প্রয়োজনসাপেক্ষ হওয়া জরুরি। পর্দা মেনে , ‘তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট তারাই, যারা পর্দাহীনভাবে চলাফেরা করে।’ (বায়হাকি: ১৩২৫৬ চলার ব্যাপারে কোরআন হাদিসে অনেক সতর্কতা রয়েছে। এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, **নারী পর্দাবৃত থাকার বস্তু। যখন সে পর্দাহীন হয়ে বের হয়, তখন শয়তান তার দিকে চোখ তুলে তাকায়। (তিরমিজি: ১১৭৩)** অন্য হাদিসে ইরশাদ হয়েছে)

৯. ঈমান ও আমল বৃদ্ধি হয় এমন কনটেন্ট ফলো করুন

পছন্দের কনটেন্ট বা ইউটিউব চ্যানেল বেছে নেওয়ার সময় খেয়াল রাখুন—এগুলো কি আপনাকে আল্লাহর দিকে টানে, নাকি দুনিয়ার মোহে ভাসিয়ে দেয়? বর্তমান যুগে অনলাইন ফিতনায় ভরপুর। হাদিসে এসেছে, ‘কেয়ামতের আগে অন্ধকার রাতের ন্যায় এমন ভয়াবহ ফিতনা একের পর এক আসতে থাকবে যে মানুষ সকালে ঈমানদার থাকবে তো বিকেলে কাফের হয়ে যাবে, বিকেলে ঈমানদার থাকবে তো সকালে কাফের হয়ে যাবে।’ (আবু দাউদ: ৪২৫৯)

তাই আমরা প্রত্যেকে শুধু নামকাওয়াস্তে ঈমানদার হব না। আমাদের উচিত, নিজের সংশোধনে মনোযোগী হওয়া।

১০. সাইবার অপরাধ বা প্রতারণা থেকে সাবধান থাকুন

মিথ্যা পরিচয়ে প্রতারণা, ভুয়া আইডি খুলে কারও ক্ষতি করা, গোপনে স্ক্রিনশট নেওয়া বা অন্যের সম্মানহানি—এসবই ইসলামে হারাম এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। নবীজি বলেছেন, ‘প্রতারণাকারী ও ধোঁকাবাজকারীদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।’ (তিরমিজি: ১৩১৫)

সোশ্যাল মিডিয়া যেমন দাওয়াত ও আত্মশুদ্ধির হাতিয়ার হতে পারে, তেমনি হতে পারে গুনাহের মাধ্যমও। আল্লাহ বলেন— ‘তোমাদের কেউ তিল পরিমাণ ভালো কাজ করলে তা সে দেখবে, আর তিল পরিমাণ মন্দ কাজ করলেও তা সে দেখবে।’ (সুরা জিলজাল: ৬-৮) এছাড়াও

তথ্য যাচাইয়ের গুরুত্ব:

"হে মুমিনগণ! যদি কোনো পাপাচারী তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে..." (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ৬) [১]।
সোশ্যাল মিডিয়ায় যেকোনো ইসলামিক পোস্ট শেয়ার করার আগে এটি আমাদের জন্য মূলনীতি।

সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে দাওয়াত:

"তুমি তোমার প্রতিপালকের পথে হিকমত (প্রজ্ঞা) ও সদুপদেশ দ্বারা আহ্বান করো এবং তাদের সাথে বিতর্ক করো সুন্দরতম পন্থায়।" (সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১২৫) [২]।

মিথ্যা প্রচারের ভয়াবহতা:

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, **"কোনো ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে (যাচাই না করে) তাই বলে বেড়ায়।" (সহীহ মুসলিম) [৩]।**

সাদাকায়ে জারিয়া:

"যে ব্যক্তি ভাল কাজের পথ দেখাবে, সে ঐ কাজ সম্পাদনকারীর সমান সওয়াব পাবে।" (সহীহ মুসলিম)। একটি ভালো পোস্ট শেয়ার করাও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

অশ্লীলতা বর্জন করা
অশ্লীলতা সবসময়ই নিন্দনীয় ও পরিত্যাজ্য। সামাজিক মাধ্যম একটি উন্মুক্ত ফ্ল্যাটফর্ম। এখানে ভালো বিষয় যেমন থাকে, নানা অশ্লীলতাপূর্ণ বিষয়ও স্ক্রীনে ভেসে উঠে। তাই নিজে অশ্লীলতা তৈরি করব না, অন্যদের অশ্লীলতাপূর্ণ কন্টেন্ট শেয়ার দিব না। লাইক কমেন্ট করব না। লাইক কমেন্ট ও শেয়ার দেওয়ার মাধ্যমে অশ্লীলতার প্রচার হয়। কোরআন মাজিদে আল্লাহ তায়ালা অশ্লীলতা প্রচারকারীর জন্য ভয়াবহ শাস্তির ঘোষণা

দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন: **নিশ্চয়ই যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সুরা নূর: ১৯)** মূলত যা কিছু বাস্তব জগতে প্রচার-প্রসার করা নিষেধ বা হারাম, তা সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করাও হারাম।

কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করা

সোশ্যাল মিডিয়াকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করব। মানুষের জন্য উপকারী বিষয় প্রচার করব। ভালো ও উপকারী কন্টেন্ট শেয়ার করে সাওয়াবও লাভ করতে পারি। এমনকি এগুলো সদকায়ে জারিয়াও হতে পারে। সোশ্যাল মিডিয়া একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এর সঠিক ব্যবহার জ্ঞানের প্রচার ও সমাজ উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। এর অপব্যবহার দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতির কারণ হতে পারে। আসুন, আমরা সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে সতর্ক হই।

চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

ডিজিটাল দাওয়াহে সুযোগ যতটা আছে, ততটা কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। সামাজিক মাধ্যম একদিকে সুবিধার সাথে বার্তা ছড়ায়, অন্যদিকে এর অপব্যবহারও হতে পারে। একদিকে যেমন সঠিক ইসলামী জ্ঞান দ্রুত ছড়াতে পারে, অন্যদিকে অনভিজ্ঞ কেউ মাঝে মাঝে অসম্পূর্ণ বা ভুল তথ্য ছড়িয়ে দিয়ে অন্যকে বিভ্রান্ত করতে পারে। অনলাইনে হাদিস এবং কুরআনিক উদ্ধৃতি সহ অনেক বিভ্রান্তিকর বা গুজব মূলক বিষয় প্রচারিত হতে পারে। এ ছাড়া সোশ্যাল মিডিয়ার আসক্তি যুবসমাজকে নৈতিক কাজ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, দিনে তিনবারের বেশি সামাজিক মিডিয়া ব্যবহারের ফলে শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে; হতাশা ৭% এবং উদ্বেগজনিত সমস্যা ২০% বাড়ে। ভার্চুয়াল দুনিয়ায় অতিরিক্ত সময় কাটানো বাস্তবজীবনের সম্পর্ক ও ibadah পরিত্যাগে অবদান রাখতে পারে।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গবেষকরা সতর্ক করেছেন যে ডিজিটাল দাওয়াহ পরিচালনার সময় সামাজিক মাধ্যমে ইসলামের নৈতিকতা ও নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে। দাওয়াহ পরিচালনা জ্ঞান ও প্রামাণিকতার উপর ভিত্তি করে হতে হবে, যাতে দর্শক বিভ্রান্ত না

হন। যেমন একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, সামাজিক মাধ্যমে সফল প্রচারকারীর জন্য সততা, উদ্দেশ্যশুদ্ধি এবং সূর্য-রশ্মির মতো রূপক ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। বিভ্রান্তিকারী পোস্ট বা উসকানিমূলক মন্তব্য এড়িয়ে চলা দরকার। তদুপরি, অনলাইন পরিমণ্ডলে বিরোধী মতও প্রচার পায়; ইসলামবিরোধী গুজব বা জঙ্গীবাদের প্রচার প্রতিহত করতে সচেতনতা জরুরি।

অন্যদিকে সামাজিক মাধ্যমের দিকে তাকালে অসংখ্য সম্ভাবনা দেখা যায়। ডিজিটাল দাওয়াহের মাধ্যমে পৃথিবীর কোন প্রান্তেই বসবাসকারী মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা যায়। এটি সময়, খরচ ও দূরত্বের বাধা কমিয়ে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, করোনাকালের মতো সময়ে ধর্মীয় সমাবেশ বা জনসভা না হলেও অনলাইন ভিডিও ও লাইভ ব্রডকাস্টের মাধ্যমে ধর্মীয় শিক্ষা অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়েছিল। এছাড়া সোশ্যাল মিডিয়ায় তরুণ প্রজন্মকে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে ধর্মীয় প্রশ্নের জবাব দেওয়া, আচরণগত দিক নির্দেশ ও নৈতিক আহবান সহজ হয়েছে। প্রযুক্তির বিকাশ এবং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন (যেমন ই-হাদিস, অনলাইন তফসির) মুসলমানদের জন্য আল্লাহর বার্তা সহজলভ্য করেছে। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, ডিজিটাল দাওয়াহ প্রস্তুতিতে দৃশ্যমান গল্প এবং সংক্ষিপ্ত ভিডিওর মতো কৌশল অগ্রাধিকার পেয়েছে, কারণ এগুলো দর্শকদের আকৃষ্ট করে। সঠিক পরিকল্পনা ও সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা সহ ব্যবহার করলে সামাজিক মাধ্যম ইসলামের শিক্ষাকে ব্যাপক কাছে পৌঁছে দেওয়ার শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে।

উপসংহার

ডিজিটাল যুগে ইসলামী দাওয়াহ একটি নতুন চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি এক অপার সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচন করেছে। পূর্ববর্তী আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে যে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন ফেসবুক, ইউটিউব বা টেলিগ্রাম—এসব প্ল্যাটফর্মকে ইসলামি দাওয়াহর কাজে ব্যবহার করা সময়ের দাবিতে পরিণত হয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মানুষের প্রতি আল্লাহর বাণী পৌঁছানো প্রতিটি মুসলমানের নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব। তবে এই দাওয়াহ কৌশলে সফল হতে হলে সততা, জ্ঞান ও শারঈ পরিপালন অপরিহার্য। সামাজিক মাধ্যমের অজস্র সুবিধার পাশাপাশি রয়েছে বিভ্রান্তি, ভ্রান্ত ব্যাখ্যা

ও নৈতিক অবক্ষয়ের ঝুঁকি। তাই ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি, প্রামাণিক দলিল ও আদব বজায় রেখে প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার করতে হবে। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে বলা যায়, যদি আমরা সত্যনিষ্ঠভাবে, কৌশলীভাবে এবং প্রযুক্তিবান্ধব চিন্তায় ইসলামী দাওয়াহ পরিচালনা করি, তাহলে ডিজিটাল মাধ্যম ইসলামের অমীয় বাণীকে সারা বিশ্বের দরবারে পোঁছানোর এক বিশাল সুযোগ হয়ে উঠবে। সেই লক্ষ্যে প্রযুক্তি হবে শুধু তথ্যের বাহন নয়, বরং হিদায়াতেরও আলো।

পরিশেষে বলা যায় যে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বর্তমান যুগে ইসলামের সুমহান আদর্শ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার এক আধুনিক ও শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম। ফেসবুক, ইউটিউব ও হোয়াটসঅ্যাপের মতো মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে ভৌগোলিক সীমানা পেরিয়ে মুহূর্তের মধ্যে কোটি কোটি মানুষের কাছে ইসলামের শান্তির বার্তা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। এটি যেমন একদিকে দাওয়াহ কাজের পরিধিকে অবারিত করেছে, তেমনি সাধারণ মানুষকে সরাসরি নির্ভরযোগ্য আলেম ও স্কলারদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ করে দিয়েছে।

তবে এই অবারিত সুযোগের পাশাপাশি কিছু চ্যালেঞ্জও বিদ্যমান। সামাজিক মাধ্যমে দাওয়াহ দেওয়ার ক্ষেত্রে তথ্যের সঠিকতা যাচাই করা অত্যন্ত জরুরি। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন:

"হে মুমিনগণ! যদি কোনো পাপাচারী তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তোমরা তা যাচাই করে নাও, পাছে তোমরা অজ্ঞতাবশত কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে বসো..." — (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ০৬)

একইভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন সঠিক ও বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রচার করতে। তিনি বলেছেন:

"আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও (মানুষের কাছে) পৌঁছে দাও।" — (সহিহ বুখারি, হাদিস নং: ৩৪৬১)

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরও সতর্ক করে বলেছেন যে, ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর নামে কোনো মিথ্যা প্রচার করা বড় গুনাহের কাজ এবং এর পরিণাম জাহান্নাম। তাই সোশ্যাল মিডিয়ায় ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে উসকানিমূলক কন্টেন্ট পরিহার, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা এবং সুন্দর আচরণের (আখলাক) প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

সারসংক্ষেপে, ডিজিটাল প্রযুক্তি ও সামাজিক মিডিয়া ইসলামের জন্য একটি বড় নেয়ামত, যদি এর ব্যবহার হয় কোরআন ও সুন্নাহর সঠিক নির্দেশনার আলোকে সঠিক নিয়ত, নির্ভরযোগ্য তথ্য এবং পরিশীলিত উপস্থাপনার মাধ্যমেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের প্রকৃত সফলতা অর্জন করা সম্ভব ।

তথ্যসূত্র:

https://bangla.islamonweb.net/Digital-Dawah:-The-Role-of-Social-Media-in-Spreading-the-Islamic-Message

https://www.ittefaq.com.bd/655297/%E0%A6%B8%E0%A7%8B%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B9

https://www.deshrupantor.com/586224/%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE

https://www.shibir.org.bd/article/articledetail/1248

https://www.ittefaq.com.bd/655297/%E0%A6%B8%E0%A7%8B%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2-

%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B9
https://dhakamail.com/religion/236310
https://journal.scadindependent.org/index.php/jipeuradeun/article/view/549#:~:text=Abstract,(2020).
https://translate.google.com/translate?u=https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/esaprom/article/download/6620/5095&hl=bn&sl=en&tl=bn&client=sge
https://translate.google.com/translate?u=https://www.ijcrt.org/papers/IJCRT2408555.pdf&hl=bn&sl=en&tl=bn&client=sge
https://studentsofknowledge.org/question-590-islamic-guidelines-for-forwarding-religious-content-online/
https://journal.iaincurup.ac.id/index.php/JDK/article/download/16241/4048/55311